শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপালভট্ট।

মহাত্মা শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ

(অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা)

১৩৩৫ সন।

মূল্য ॥০ আনা।

প্রকাশক—
শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ।
অমৃতবাজার পত্রিকা।
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীললিতমোহন বসু,
কোহিনুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১০৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপক্রমণিকা।

অনেকের মনে বিশ্বাস আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজে হস্তার্পণ করেন নাই। তবে তিনি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করেন, সে ধর্ম্ম মানিলে সামাজিক সকল নিয়ম থাকে না এই মাত্র। তিনি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করেন, তাহাও তিনি স্বয়ং প্রচার করেন নাই, সে কার্য্যও তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক হইয়াছিল। কেবল জনকয়েক দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে, তাঁহার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত, তাঁহার কৃষ্ণ নাম দিতে হইয়াছিল। ব্রজলীলায় দেখিতে পাই, কোন কোন অসুর শ্রীবলরাম, আর কোন কোন অসুর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ করেন। সেইরূপ গৌরলীলায় যে সমুদায় বড় বড় অসুর তাহা প্রভু স্বয়ং বিনাশ করেন. তবে গৌরলীলায় বিনাশের অর্থ উদ্ধার। এ লীলায় চক্র নাই, অস্ত্র নাই। এ লীলায় অস্ত্র শস্ত্র হরিনাম। এ লীলায় কারুণ্য রসে অসুর পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

যে নবদ্বীপ ধামে তিনি প্রকাশিত হয়েন, তাহার অধিপতি দুই ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহাদের নাম জগন্নাথ ও মাধব। ইঁহারা শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ইঁহাদের উপাধি রায়। ইঁহাদের বংশীয়েরা অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইঁহারা মদ্যপান করিতেন ও অত্যন্ত কুকর্ম্মশালী ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশের পরে নদীয়া নগরে হরিধ্বনি উঠিলে দুই ভ্রাতা বিরোধী হয়েন। এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ নাম দিয়া উদ্ধার করেন। অদ্যাপি তাঁহার ভক্তগণ "জগাই মাধাইয়ের," উদ্ধার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

নদীয়ার দ্বিতীয় প্রধান অধিপতি এক জন কাজি ছিলেন। ইনি হিন্দুরাজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিয়া গৌড়ের অধিপতি হোসেন খাঁর নিকট প্রেরণ করিতেন। সুতরাং ইঁহার প্রতাপ জগাই মাধাই হইতেও অধিক। জগাই মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাগত হইলে, এই কাজি তাহার কিছুকাল পরে, তাঁহার বিরোধী হয়েন। ইনি সৈন্য সামন্ত লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকেও কৃষ্ণনাম দিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। এই কাজির কবর অদ্যাপিও রহিয়াছে, তাহার উপর বৈষ্ণবগণ গড়াগড়ি দিয়া থাকেন।

তখন গৌড়ের রাজা হোসেন সাহ ও উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র এই উভয়ে বিবাদ চলিতেছিল। সুতরাং বাঙ্গালার লোকের জগন্নাথ দর্শনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। যাত্রীদের দুঃখ নিবারণ করিবার নিমিত্ত উড়িষ্যার সীমানায় যে মুসলমান অধিকারী থাকিতেন, তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু প্রেম দান করেন। তাহাতে বাঙ্গালার লোকের উড়িষ্যা গতায়াতের দুঃখ দূরীভূত হইয়াছিল।

সেই সময়ে নবদ্বীপে ন্যায়ের বহুতর চর্চ্চা ছিল। ন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ভক্তি পথ সংকীর্ণ হইয়া যায়। নৈয়ায়িকেরা তর্ক করিয়া কখন ভগবান স্থাপন করিতেন, কখন বা তাঁহাকে উড়াইয়া দিতেন। সুতরাং এই সকল প্রবল পণ্ডিতেরা, শ্রীগৌরাঙ্গ যে মধুর ধর্ম্ম জগতে লইয়া আইসেন, তাহার অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন। ইঁহারা হিন্দু আচার ব্যবহার সবই পালন করিতেন, সব ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন। কিন্তু মনে মনে প্রায় কিছুই মানিতেন না। এই নৈয়ায়িকদের সর্ব্বপ্রধান, বাসুদেব সার্ব্বভৌম। নৈয়ায়িকদিগের বিপক্ষতা চূর্ণ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ এই সার্ব্বভৌম ঠাকুরকে শ্রীচরণ তলে আনিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শেষ লীলায় নীলাচলে বাস করেন। প্রতাপরুদ্র তখন উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মুসলমানগণ ভীত থাকিতেন। ইঁহার রাজ্যে বাস করেন বলিয়া, ও ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার নিমিত্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকেও নিজ ভক্ত করেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর প্রতাপরুদ্রসংত্রাতা বলিয়া আর একটী নাম হয়।

তখনকার গৌড়ের পাতসাহা যুদ্ধ কার্য্যে বিব্রত থাকিতেন। তাঁহার মন্ত্রিদ্বয় রূপ ও সাকর মল্লিক প্রকৃত পক্ষে গৌড়ের রাজা ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু কর্ত্তব্যে মুসলমান হইয়াছিলেন। প্রভু তাঁহা-দিগকে উদ্ধার করিয়া রূপ সনাতন নাম দিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহার সর্ব্বপ্রধান শত্রু সন্ন্যাসীরা ছিলেন। ইঁহারা একে সকলের নিকট সম্মানিত ছিলেন, তাহাতে আবার কঠিন বৈরাগ্য ও বহুতর শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া সমাজে প্রায় নারায়ণের ন্যায় শ্রদ্ধা আহরণ করিতেন। বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য ইঁহাদের নেতা। ইঁহারা আপনাতে ও ভগবানে পৃথক্ ভাবিতেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের যে ভক্তি পথ, সন্ন্যাসীদিগের মত উহার ঠিক বিপরীত। এই সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণের পদের উপর উঠিয়াছিলেন। কথা আছে বর্ণ মাত্রেরই গুরু ব্রাহ্মণ, কিন্তু সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণের প্রণম্য হইলেন। তখন ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের তর্ক ও মিলন কাহিনী বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। এই প্রকাশানন্দের নাম পরিবর্ত্তিত হওয়ার পরে প্রবোধানন্দ হয়।

একদিন যখন আমি সাধ্যসাধন নির্ণয় লইয়া বড় ব্যাকুল ছিলাম, তখন শ্রীপ্রকাশানন্দের একখানি গ্রন্থে গুটি কয়েক শ্লোক পড়িয়া বড় উপকার প্রাপ্ত হই। সে গ্রন্থ খানির নাম "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত"।

প্রকাশানন্দ যখন জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ আশ্রয় লয়েন, তখন কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে বিচলিত হইয়া সংস্কৃত কবিতায় উপরি উক্ত গ্রন্থ খানি রচনা করেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে স্তুতি, ও প্রভুর কৃপায় তিনি কি ছিলেন কি হইয়াছেন, তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির প্রত্যেক অক্ষরে মধু ঝরে। সেই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা পড়িয়া আমি প্রথমে কৃষ্ণ-প্রেম কাহাকে বলে তাহার আভাস পাই।

তখন আমি সরস্বতী ঠাকুরের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি যে, আমি তাঁহার স্তুতি স্বরূপ তাঁহার জীবনী লিখিব। শরীর রুগ্ন বিধায় পাছে প্রতিজ্ঞা রাখিতে না পারি, তাই পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি সে গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। এবার একটু বিস্তার করিয়া লিখিতে প্রবর্ত্ত হইলাম। প্রথম বারে সরস্বতীর জীবনীর মধ্যে শ্রীগোস্বামী গোপাল ভট্টের কাহিনী না থাকায় উহা অসম্পূর্ণ ছিল। এবার গোপালভট্টের কাহিনী কিঞ্চিৎ ইহাতে দেওয়া গেল।

সূচী পত্র।

শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপালভট্ট।

তিনি কে?

কাশী নগরীতে বিন্দুমাধব হরির যে এক মন্দির আছে, তাহার নিকটে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মঠ ছিল। ইহা প্রায় চারিশত বৎসরের কথা। এই সময় লোকে কথায় কথায় সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিত। গ্রামে গ্রামে দুই একটী সন্ন্যাসী পাওয়া যাইত। কোন কোন সন্ন্যাসী বামাচারী পথ অবলম্বন করিতেন, কেহ বা বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইতেন, কিন্তু প্রায় ইঁহারা মায়াবাদী ছিলেন। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এইরূপ মত-ভেদ ছিল। প্রকাশানন্দ সরস্বতী মায়াবাদী দলভুক্ত ছিলেন। মায়া-বাদীদিগের মত, ভক্তিপথের বিরোধী। ইঁহারা নিরাকারবাদী ধ্যান-পরায়ণ সাধু, ভগবানে ও আপনাতে ইঁহারা ভেদ মানিতেন না। বেদান্ত পঠন ও শ্রবণ ইঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। শঙ্করাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের প্রথম নেতা।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মহিমার কথা এখন কিছু বলি। তাঁহার কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের একজন টীকাকার,—নৃসিংহ মহান্তের শিষ্য আনন্দি,—যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ এই—"জগতের এক মাত্র পরিব্রাজক-শ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বেদান্ত, তর্ক, সাঙ্খ্য, বৈশেষিক, জ্ঞান, মীমাংসা, আগম, নিগম, মহাপুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র, অলঙ্কার, কাব্য, নাটকাদির রহস্য সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা দ্বারা কাশীবাসী অসংখ্য ছাত্রগণের আনন্দ-পদ্ম প্রফুল্ল করিতেন।"

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বিষয় এইরূপ লেখা আছে—

"প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞান যোগ মার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥
বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করিক ভাষ্য মতে।
শ্রী বিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশে যাতে॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টদেবেতে অভিন্ন॥"

অপিচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"প্রকাশানন্দ নাম ইহঁ সন্ন্যাসী প্রধান।" ইত্যাদি।

তৎকালে কাশীধাম সন্ন্যাসীদিগের প্রধান স্থান ছিল। আর তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশানন্দ সকলের বড় ছিলেন, ইহা বলিলেই প্রকাশানন্দের মহিমা বুঝা যাইবে। প্রকাশানন্দ সরস্বতী সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করেন। পরে ভারতবর্ষের সমুদায় তীর্থ দর্শন করিয়া কাশীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কৌপীন পরিধান, মৃত্তিকায় শয়ন, এবং জীবন ধারণের নিমিত্ত নাম মাত্র আহার করিয়া বেদ চর্চ্চা ও শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন। সহস্র সহস্র শিষ্য তাঁহার সুললিত বক্তৃতা শুনিতে আসিত। এমন কি ভারতবর্ষে তাঁহার অদ্বিতীয় নাম ছিল, সকলেই তাঁহাকে জানিত ও মান্য করিত।

কিন্তু যদিও তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া, ও সমস্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কঠোররূপে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার মনকে তিনি সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারেন নাই। সাংসারিক সমস্ত সুখ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন বটে, তবু দম্ভ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে ত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ভট্টকে তিনি বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার মমতা তিনি ভুলিতে পারেন নাই।

যখন তিনি গৃহে ছিলেন, এই গোপাল ভট্টকে তিনি পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন।

তাঁহার বাড়ী কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ছিল। তাঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম বেঙ্কট ভট্ট ও তাঁহারই পুত্র গোপাল ভট্ট। মধ্যম ভ্রাতার নাম ত্রিমল্ল ভট্ট, আর কনিষ্ঠের সন্ন্যাসের নাম প্রকাশানন্দ।

যখন তিনি গৃহে ছিলেন, তখনি তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়। তাঁহার নিকট পাঠ করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল অতি অল্প বয়সে মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই ভট্ট গোষ্ঠী বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু প্রকাশানন্দ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলেন, করিয়া তাঁহাদের যে কুলধর্ম্ম তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দ সন্ন্যাস পথ অবলম্বন করিয়া কাশীতে বাস করার কিছু কাল পরে শুনিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র একটি সন্ন্যাসী দেখিয়া পাগল হইয়াছেন। প্রকাশানন্দ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবশ্য জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করাইয়াছিলেন কি করাইতেন। কিন্তু শুনিলেন গোপাল ভট্ট কোন এক সন্ন্যাসীর অনুরোধে জ্ঞান মার্গ পরিত্যাগ করিয়া ভাবুকের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি ক্লেশ পাইলেন ও আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ভারতবর্ষে আমার উপর আবার সন্ন্যাসী কে? ভারতবর্ষে এমন কোন্ সন্ন্যাসীর স্পর্দ্ধা আছে যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্যকে বিপথে লইয়া যায়?

স্বভাবতঃ ভাবুকের মত, তাঁহার নিকট অতি ঘৃণার বিষয় ছিল। সুতরাং ভ্রাতুষ্পুত্রের মত পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে তাঁহার জীবনীর দুইটি চরণে

পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে: প্রকাশানন্দ—

"ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেম ভাব দেখি কহে কাঁদে কি কারণে॥"

তাঁহার মতে, ভাবুকের ধর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। পুরুষ আবার অশ্রুবারি ফেলিবে কেন? যে পুরুষ ক্রন্দন করে তাহার মরিয়া যাওয়াই শ্রেয়। ভক্তি আবার কি, কাহাকে বা ভক্তি করিব? যাহাকে ভক্তি করিব সেই ত আমি? নির্ব্বোধ দুর্ব্বল লোকে একটি ভগবান সৃষ্টি করিয়া তাহাকে পূজা করে। আর আমার শিষ্য গোপাল, যাহার এমন সতেজ বুদ্ধি, সে একটি ভাবুক সন্ন্যাসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এইরূপে আপনার উজ্জ্বল জ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিলে?—এই প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মনের ভাব।

এই ভাবুক সন্ন্যাসীটি কে? তাহার অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশানন্দ জানিলেন যে, তিনি নীলাচলে বাস করেন। তীর্থ দর্শন করিতে দক্ষিণ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেই ভ্রমণ কালে তাঁহার বাড়ীতে চারি মাস বাস করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ বেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতি সমস্ত পরিবারকে কৃষ্ণ নামে পাগল করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর বয়স অতি অল্প, পঁচিশ বৎসরের অনধিক। দেখিতে অতি রূপবান, বর্ণ কাঁচা সোণার মত, শরীর প্রকাণ্ড, উর্দ্ধ সাড়ে চারি হস্ত। তিনি আরো শুনিলেন যে তাঁহার পূজ্যতম জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র ক্রন্দন ও নর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য,—যাহা তাঁহার বিবেচনায় নিন্দনীয়,—করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি শুনিয়া একেবারে অবাক হইলেন যে, তাঁহার আত্মীয়গণ এই সন্ন্যাসীকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন! অনুসন্ধানে জানিলেন যে, এই সন্ন্যাসী এক জন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ। ইনি কেশব ভারতীর শিষ্য, ও ইঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কাশীতে যেমন প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিরাজ করিতেন, নীলাচলে

তেমনই বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিরাজ করিতেন। ইঁহার নাম পূর্ব্বে করিয়াছি। বাঙ্গলা তখন মুসলমান রাজার অধীনে ছিল, এবং তাহাদের রাজধানী গৌড় নগরে ছিল। সেই গৌড়ের তখনকার বাদ্‌সার নাম হোসেন সা। কিন্তু বাঙ্গলা যেমন মুসলমানের অধীন ছিল, উড়িষ্যা, বিজয় নগর প্রভৃতি সেইরূপ হিন্দু রাজার অধীন ছিল।

এই উড়িষ্যাধিপতি হিন্দু রাজার নাম প্রতাপরুদ্র। ভারতবর্ষের উত্তর ও পূর্ব্বদেশের হিন্দুদিগের জুড়াইবার স্থান কেবল উড়িষ্যা ছিল। নবদ্বীপ ন্যায়ের চর্চ্চার নিমিত্ত তখন জগৎ বিখ্যাত। সেই নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ও নৈয়ায়িক শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমকে গজপতি প্রতাপ-রুদ্র আদর করিয়া আপন দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমের নিকট ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে শিষ্যেরা পড়িতে আসিত। বৈদান্তিক দণ্ডীদিগকেও তিনি বেদ পড়াইতেন। সুতরাং প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম উভয়ে উত্তমরূপ জানাশুনা ছিল। পরম্পরায় প্রকাশানন্দ শুনিলেন যে, এই মহাপ্রতাপান্বিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেই কৃষ্ণচৈতন্য নামধারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে পাগল হইয়াছেন! এমন কি, তিনি শুনিলেন যে, সেই সন্ন্যাসীকে তিনিও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

ভগবান পৃথক কেহ আছেন, তিনি বড় একটা মানিতেন না। আবার তাঁহার অবতার, ইহা তাঁহার নিকট আরো ঘৃণাজনক। সুতরাং এই সার্ব্বভৌমের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুনিয়া, তাঁহার সেই কৃষ্ণ-চৈতন্যের উপর ভক্তি হইল না, বরং ভট্টাচার্য্যের উপর ঘৃণা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, এই ভাবুক সন্ন্যাসী ঐন্দ্রজালী ও নিতান্ত ধূর্ত্ত, এমন কি সার্ব্বভৌমের ন্যায় বড় বড় লোক পর্য্যন্ত ভুলাইতে সক্ষম।

এখনকার অনেক পণ্ডিত লোকে ভক্তির প্রতি তত আদর করেন

না, সুতরাং অবতারও মানেন না। যাহারা আবার শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার মানেন না। আবার যাঁহারা ইংরাজি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন পণ্ডিতগণকে তত শ্রদ্ধা করেন না। ইহার এক কারণ আছে। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যেরূপ নানাবিধ বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইয়াছে, ভারতবর্ষে পণ্ডিতগণের মধ্যে উহা সেরূপ হয় নাই। কাজেই এখনকার এক জন গণিতের অধ্যাপক প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে মূর্খ বলিতেও পারেন।

সম্ভবতঃ প্রকাশানন্দ গণিত শাস্ত্রে মূর্খ ছিলেন। কিন্তু এ সমুদায় বিদ্যা অফল বলিয়া ভারতবর্ষে সাধুগণ উহাতে মন দিতেন না। মনুষ্য অল্প দিন এ জগতে থাকে, অতএব যে বিদ্যায় পরকালের কথা আছে সেই বিদ্যাই তাঁহাদের নিকট পরম বিদ্যা। ভারতবর্ষীয়গণ তাহাই ভাবিয়া অধ্যাত্ম চর্চ্চাকেই প্রকৃত বিদ্যা ভাবিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা সমুদায় সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া বনে থাকিয়া অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী সম্ভবতঃ গণিত শাস্ত্রে মূর্খ ছিলেন, কিন্তু অধ্যাত্ম বিদ্যায় তিনি ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা অধিক অধিকারী ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সরস্বতী ঠাকুর অতি বুদ্ধিমান, নতুবা ভারতবর্ষে পাণ্ডিত্যে সর্ব্বপ্রধান হইতে পারিতেন না। যদিও তিনি গণিত পড়েন নাই, কিন্তু আজীবন অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিয়াছিলেন। এই অধ্যাত্ম চর্চ্চা তিনি কঠোর পরিশ্রমের সহিত করিয়াছেন। সেখানে অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার যে কোন কথা তাহা সকলের ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করা উচিত।

এখনকার অনেক পণ্ডিত লোকে অবতার মানেন না, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ মানেন না, তিনিও মানিতেন না। এখনকার লোকের উহা মানিতে যত আপত্তি, তাঁহারও ততোধিক আপত্তি ছিল। এ অধ্যাত্মের কথা, তিনি তোমা আমা অপেক্ষা অধিক বুঝিতেন। তিনি যে সহজে

শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় করিতে তাঁহার চিরজীবনের কঠোর সাধন ভজন ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল, ইহা তিনি আপন মুখে স্বীকার করিয়াছেন। তবু তিনি,—সেই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, কঠোর তপস্বী সন্ন্যাসী,—কিরূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীভগবান বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করুন।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিচয়।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নামক শ্রীহট্টস্থ কোন এক বৈদিক ব্রাহ্মণ, পাঠাভ্যাসের নিমিত্ত নবদ্বীপ আসিয়া শ্রীশচী নামক একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া, ঐ নগরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেব ১৪০৭ শকে অবতীর্ণ হইয়া তিনি ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পরম সুন্দর ও চঞ্চল বালক রূপে বিরাজ করিতেন। তাহার পর পাঠাভ্যাস করিয়া অমানুষিক বুদ্ধির প্রভাবে অষ্টাদশ বর্ষে নবদ্বীপধামে অধ্যাপক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতিশয় প্রবল প্রতাপান্বিত না হইলে নবদ্বীপে অধ্যাপকের আসন কেহ পাইতে পারিতেন না। এত অল্প বয়সে নবদ্বীপে কেহ কখন অধ্যাপক হইতে পারেন নাই। এই সমস্ত কারণে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সৌরভ সমস্ত দেশময় ব্যাপ্ত হয়।

এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ দেব, শিষ্য সমভিব্যাহারে অর্থ উপার্জ্জন উপলক্ষে পূর্ব্ব-বঙ্গদেশে গমন করেন। তাঁহার কার্য্যে শেষে জানা গেল যে, পূর্ব্বদেশে গমন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন তাঁহার উপলক্ষ মাত্র, হরিনামপ্রচার করাই তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য। তিনি পদ্মাপার হইয়া গিয়াছিলেন জানা যায়। পূর্ব্বদেশে উপস্থিত হইলে, বহুতর লোক তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিতে আসিল। তিনি নবদ্বীপের একজন সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক বলিয়া তাঁহাকে, লোকে জানিত। কিন্তু তাঁহাতে যে অমানুষিক শক্তি ছিল তাহা বাহিরের লোকে জানিত না। এক দিন হঠাৎ শ্রীতপন মিশ্র নামক এক জন অতি পদস্থ ব্রাহ্মণ, সাধ্য সাধন নির্ণয় করিতে না পারিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের টোলে আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে নিপতিত

হইলেন। বলিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি আপনি স্বয়ং শ্রীভগবান, জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব আমি কিরূপে উদ্ধার হইব আমাকে বলিয়া দিউন।"

বহুতর শিষ্যের সম্মুখে তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ও অতি মান্য শ্রীতপন মিশ্র তাঁহাকে এরূপ কাকুতি করিতে দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব অতি লজ্জা পাইয়া ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, ও বলিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র, শ্রীকৃষ্ণের দাস হইতে ইচ্ছা করি এই মাত্র।" যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ দেব আপনাকে শ্রীভগবান বলিয়া স্বীকার করিলেন না, তবুও শ্রীতপন মিশ্রকে তিনি কতক গুলিন আজ্ঞা করিলেন। সেরূপ আজ্ঞা সামান্য জীবে করিতে পারে না। যথা, "তুমি সস্ত্রীক বারাণসী নগরে গমন কর, করিয়া বাস করিতে থাক। সেখানে ত্রয়োদশ বৎসর পরে আমি তোমার সহিত দেখা করিব।" সাধ্য সাধন সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিলেন, "কলিকালে নাম ব্যতীত জীবের গতি নাই, অতএব তুমি 'হরে কৃষ্ণ' নাম জপ করিবে।"

যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি যে ভগবান ইহা স্বীকার করিলেন না, তবু তপনের মন হইতে তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে বিশ্বাস এক বিন্দুও অন্তর্হিত হইল না। যদি শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ হইত, তবে তাঁহার কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দেশ ত্যাগ প্রভৃতি উদ্ভট আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন না। কাজেই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কাশীতে সস্ত্রীক যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে নাম জপ করিয়া, আর প্রভুর পথ প্রতীক্ষা করিয়া, ত্রয়োদশ বৎসর বাস করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশ হরিনামে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়া আইলেন। ইহা কিরূপে করিলেন, তাহা এখন

জানা যায় না। যেহেতু সেখানে তিনি কেবল অধ্যাপকরূপে বিরাজ করিতেছিলেন।

আবার যখন নবদ্বীপ আইলেন, তখনও শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু অধ্যাপকরূপে জীব সমাজে পরিচিত রহিলেন। তাহার পরে ২৩ বৎসর বয়সে জীবগণের সমীপে অবতাররূপে প্রকাশ পাইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রূপে প্রকাশ পাইয়া নবদ্বীপে এক বৎসর কাল বিহার করেন। নবদ্বীপে তাঁহার তুইটি ভাব হইত; একটি শ্রীমতী-ভাব, আর একটি শ্রীকৃষ্ণ-ভাব। যখন শ্রীমতী-ভাব হইত, তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতেন, আর যখন শ্রীকৃষ্ণ-ভাব হইত, তখন তিনি যে পূর্ণব্রহ্ম তাহা স্বীকার করিতেন, করিয়া রাধা বলিয়া ক্রন্দন করিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে অবতীর্ণ হন, মায়াবাদিগণ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রকাশানন্দ সরস্বতী মায়াবাদীদিগের সেই সময়ের কর্ত্তা, নেতা ও গুরু ছিলেন। প্রভু যখন নবদ্বীপে প্রকাশ হন, তখন কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিরাজ করিতেছেন ও সমস্ত জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন। এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু শ্রীভগবান আবেশে কি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে। প্রভু তাঁহার ভক্ত মুরারি গুপ্তের সহিত কথা কহিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ আবিষ্ট হইলেন। যথা—

"বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড় মড় করি বলয়ে বিশেষ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে॥"

ইহার অর্থ পরিগ্রহ করুন। যাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, কি তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব নাই, তিনিও যে আমিও সে, তাঁহাদের সহিত,

যাঁহারা শ্রীভগবানকে জীবগণ হইতে পৃথক বস্তু ভাবিয়া প্রেম ও ভ
দ্বারা ভজনা করেন, তাঁহাদের মতে বিন্দুমাত্র একতা নাই। অতএব
প্রকাশানন্দ তখনকার ভারতবর্ষের মধ্যে মায়াবাদিগণের প্রধান। তাঁহার
শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্য তিনি কি করিতেছেন, না—

"মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানরূপে
প্রকাশ পাইয়া বলিতেছেন যে, প্রকাশানন্দ আমার দেহকে খণ্ড খণ্ড
করিতেছে, অর্থাৎ সে ব্যক্তি আমার পৃথক অস্তিত্ব ও শ্রীবিগ্রহ মানে না।

শ্রীচৈতন্য মঙ্গলেও এই ঘটনাটী লেখা আছে। প্রভু শ্রীভগবান রূপে
আবিষ্ট হইয়া মুরারিকে বলিতেছেন,—

"মোর ভক্ত-দ্বেষী এক আছে দুষ্ট জন ॥
বনেতে যাইব বলি ছিল মোর মন।
এখানে আমার সে হইল মহাবন।"

অর্থাৎ প্রকাশানন্দকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু বলিতেছেন যে,বনে যাইবার
আর প্রয়োজন কি, জনপদ জীবের দুষ্কর্ম্মে মহাবন হইল, কারণ তাহারা
পশুর সমান হইতেছে। অতএব প্রভু নবদ্বীপে থাকিয়াই, প্রকাশানন্দকে
যে কৃপা করিবেন, তাহার আভাস দিয়াছিলেন।

তাহার পরে জীব উদ্ধারের লাগি প্রভু ২৪ বৎসর বয়সে কাটোয়ায়
সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন। তখন ফাল্গুন মাস,
শক ১৪৩১। নীলাচলে গমন করিয়া প্রথমে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার
করিলেন। তাহার পর দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন
করিলেন। প্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।
সেখানে প্রকাশানন্দের জন্মভূমি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ বেঙ্কটভট্ট প্রভুকে দর্শন
করিয়া মোহিত হন, ও তাঁহাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান।
তখন বর্ষা আসিয়াছে। ইহাতে বেঙ্কট প্রভুকে বর্ষার চারি মাস তাঁহার

বাড়ীতে থাকিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। প্রভু বেঙ্কটের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া স্বীকার করিলেন। প্রভুর সেবার নিমিত্ত বেঙ্কট তাঁহার পুত্র গোপালকে নিযুক্ত করেন। প্রভু চারি মাস শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্টের বাড়ীতে রহিলেন। তাহাতে, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে আইলে যাহা হইত তাহাই হইল, অর্থাৎ বেঙ্কট গোষ্ঠী সমেত শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে নাসিক, পাণ্ডারপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। পরে সমুদায় দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রভু নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যখন তিনি শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশিত হয়েন, তখন তাঁহার নাম সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। নীলাচলে তখন সমস্ত ভারতবর্ষের সাধুগণ আসিতেন। তাঁহারা প্রভুর কথা সকল দেশে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রভুর এই এক মহিমা ছিল যে, অনেকে দর্শন মাত্রে তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিত। যাহারা অতি কঠিন তাহারাও ইহা মনে বুঝিত যে, এই শ্রীবিগ্রহ আমাদের জাতীয় মনুষ্য নহেন, ইনি মনুষ্য অপেক্ষা কোন উচ্চ শ্রেণীর বস্তু হইবেন।

নীলাচলে প্রভু বিরাজ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার হস্তে কোন এক জন যাত্রী একটি শ্লোক দিল। প্রকাশানন্দের মন ঈর্ষাতে পরিপূর্ণ। প্রভুকে তিনি নিন্দাবাদ করিতেন বটে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা শুনিতেন কি না তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত তিনি একেবারে তাঁহার নিজ হস্তে একটি শ্লোক লিখিয়া এক জন যাত্রী দ্বারা প্রভুকে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্লোকটী এই—

"যত্রান্তে মণিকর্ণিকা, মলহরা স্বর্দ্দীর্ঘিকাদীর্ঘিকা
রত্নস্তারকমোক্ষদং তনুমৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
এতত্বদ্ভুতধামতঃ স্বরপুরোনির্ব্বাণমার্গস্থিতং
মূঢ়োহন্যত্রমরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥

"যে স্থানে মণিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনীদীর্ঘিকা, ও যে স্থানে স্বয়ং মহাদেব তারকমোক্ষপ্রদ দেবগণের অগ্রবর্ত্তী নির্ব্বাণপথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ়গণ সেই প্রকৃত রত্ন ত্যাগ করিয়া পশুরা যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকাতে ধাবিত হয় তদ্রূপ প্রত্যাশায় অন্য দিকে ধাবিত হয়।"

এই শ্লোক দ্বারা প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে বলিতেছেন, "হে মূঢ়! এই কাশী নগরীতে স্বয়ং মহাদেব মুক্তি দিয়া থাকেন। তুমি সে স্থান ফেলিয়া নীলাচলে কেন বৃথা যাপন করিতেছ?"

পত্র পড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন ও প্রকাশানন্দ মহামান্য ব্যক্তি বলিয়া সম্মান রক্ষার্থে সেই লোক দ্বারা একটি উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। সে শ্লোকটী এই—

ঘর্ম্মাম্ভোমণিকর্ণিকা, ভগবতঃ পদাম্বু ভাগীরথী
কাশীনাম্পতিরর্দ্ধমেব ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ং।
এতস্যৈবহি নাম শম্ভু নগরে নিস্তারকং তারকং
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদনির্ব্বাণদং॥

"মণিকর্ণিকা ভগবানের ঘর্ম্মজল ও ভাগীরথী ভগবানের চরণবারি ও কাশীপতি স্বয়ং বিশ্বনাথ যাহাতে বিলীন হইয়া ভজনা করিতেন, এবং বারাণসী নগরে যাঁহার নাম নিস্তারক তারক, অতএব হে সখে সেই শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বাণপদ যে চরণকমল তাহাকে ভজনা কর।"

প্রকাশানন্দ প্রকৃত পক্ষে কোন দেবদেবী মানেন না। তাঁহার পক্ষে হর হরি সমান। তবে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা প্রবর্ত্তন করাইতেছেন।

সুতরাং হর ব্যতীত হরির আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে জব্দ করিবার নিমিত্ত শিব ভাল কৃষ্ণ কেহ নয় বলিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। প্রভু উত্তরে লিখিলেন, "সখে! শ্রীকৃষ্ণ সকলের আধার, অতএব তাঁহাকে ভজনা কর।"

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাইয়া দেখিলেন যে, বড় সুবিধা হইল না। তখন বিশুদ্ধ গালি দিয়া আর একটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতেন না। শ্রীজগন্নাথকে যে মহাভোগ দেওয়া হইত তাহা গ্রহণ করিতে আপত্তি করা অপরাধ মনে করিতেন। এই নিমিত্ত সন্ন্যাসীদিগের যে আহার নিষেধ ছিল তাহাও কথন কথন তাঁহার গ্রহণ করিতে হইত। ইহা কাহারও অগোচর ছিল না, ও প্রকাশানন্দও তাহা অবগত ছিলেন। এই বিষয় লইয়া অভক্ত সন্ন্যাসীরা প্রভুকে নিন্দা করিতেন। সুতরাং এই কলঙ্ক অবলম্বন করিয়া প্রকাশানন্দ পুনরায় একটী শ্লোক লিখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সে শ্লোকটী এই—

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়োবাতাম্বুপর্ণাশিনঃ
এতে স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যান্নঃ সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্দুস্তরেৎ সাগরং॥

"বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু জল পত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়াও মনোহর স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়াই মোহ প্রাপ্ত হন। যে মানবগণ ঘৃতদধিদুগ্ধ-যুক্ত ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করে, তাহারাও যদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারে, তবে চড়ক পক্ষীও সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে।"

এই শ্লোকটি প্রকাশানন্দের ন্যায় মহান্ ব্যক্তির উপযুক্ত নয়। কিন্তু

তিনি আজীবন জগতের পূজা পাইয়া আসিয়াছেন, প্রভুকে এখন ঈর্ষা হওয়ায় ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু এই শ্লোক দেখিয়া উহা উত্তরের উপযুক্ত নয় বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু ভক্তগণ উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা প্রভুর অগোচরে ঐ শ্লোকের একটি উত্তর পাঠাইয়া দিলেন। যথা—

সিংহোবলী দ্বিরদশূকরমাংসভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবতস্তৃণশিখাকণামাত্রভোগী
কামীভবেত্ত্বদিনং বদ কোঽত্রহেতুঃ॥

"বলবান সিংহ হস্তী শূকর প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ করিয়াও সংবৎসরে একবার ক্রীড়া করে, কপোত সামান্য বস্তুর কণামাত্র ভক্ষণ করিয়াও নিয়ত ক্রীড়া করিতেছে, ইহাতে কি হেতু বল।"

এইরূপে প্রকাশানন্দের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা রহিল। তিনি কাশীতে থাকিয়া প্রভুর নিন্দা করিতে থাকিলেন।

প্রকাশানন্দ যেরূপ বড় লোক এদিকে সার্ব্বভৌমও সেইরূপ। উভয়ে ভারতে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। সরস্বতী প্রভুকে নিন্দা করেন, সেই সংবাদ সার্ব্বভৌম ও অন্যান্য গৌরাঙ্গ ভক্তও নীলাচলে বসিয়া শ্রবণ করেন। ইহাতে তাঁহারা মর্ম্মাহত হয়েন।

আবার প্রকাশানন্দ তখন যে ধর্ম্ম মান্য করেন, অর্থাৎ দণ্ডিদিগের ধর্ম্ম, সার্ব্বভৌমও পূর্ব্বে সেই ধর্ম্ম মান্য করিতেন। এখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তি পথে আসিয়া ভক্তি রসাস্বাদ করিয়া সেই পূর্ব্বকার নাস্তিকতার প্রতি তাঁহার বিষম ঘৃণা হইয়াছে। সার্ব্বভৌম ভাবিলেন যে, তিনি বারাণসী গমন করিবেন, করিয়া তিনি প্রভুর নিকট যে ভক্তি পাইয়াছেন উহা সরস্বতীকে দিবেন। মনে এই সংকল্পের উদয় হওয়ায়

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট এই কথা প্রস্তাব করিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ শ্রীভগবানে বিমুখ হইয়া রহিয়াছে। প্রভু আমাকে অনুমতি করুন যে, আমি বারাণসী গমন করিয়া সন্ন্যাসিগণকে ভক্তিরূপ সুখজনক পথ দেখাইয়া আসি। আপনার কৃপায় তাঁহারা আমার সহিত বিচারে পারিবেন না। আমি তোমার শ্রীচরণবলে বলীয়ান, যদি তাহাদিগকে ভক্তিপথে আনয়ন করিতে পারি, তবে জীবের বড় মঙ্গল হইবে।"

প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, সে বড় কঠিন স্থান। তুমি তাহাদিগের লৌহসদৃশ মন কোমল করাইতে পারিবে না। কেবল তোমার মনস্তাপ মাত্র লাভ হইবে। তবে তোমার ন্যায় ভক্ত যখন তাহাদের শুভ কামনা করিতেছেন, তখন অবশ্য কৃষ্ণ অচিরাৎ তাহাদের কৃপা করিবেন। বিশেষতঃ তুমি কি অপরাধে আমাকে তোমার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছ?"

কিন্তু ভট্টাচার্য্যের তখন মন নিতান্ত আকুল হইয়াছে। তিনি প্রভুর কথা শুনিলেন না। ভাবিলেন যে, দয়াময় প্রভু, তাঁহার দূরদেশে গমন জন্য দুঃখ হইবে, তাহাই নিবারণ করিবার জন্য তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার ২।৪ মাস মাত্র নীলাচল হইতে অন্যত্র থাকিতে হইবে, সে কয়েকদিন তিনি গৌড়ের ভক্তের হস্তে প্রভুকে রাখিয়া কাশী গমন করিবেন। তাই যখন শুনিলেন যে, গৌড়ের ভক্তগণ আগমন করিতেছেন, তখনই প্রভুকে না বলিয়া দ্রুতগমনে বারাণসী অভিমুখে চলিলেন। গৌড়ের ভক্তগণের সহিত তাঁহার পথে দেখা হইল। হইলে, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন। পরে হরিদাসকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে চলিলেন। হরিদাস ভয়ে ও লজ্জায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু তবুও সার্ব্বভৌম ছাড়িলেন না,

শ্রীভগবানের নিকট জাতিবিচার নাই, এইরূপ একটি শ্লোক পড়িয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন।

সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের রাজা সার্ব্বভৌম, একজন মুসলমান, ভক্ত হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ইহাতে শ্রীগৌর-কৃপায় তাঁহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা একরূপ বুঝা যাইবে। তবে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কাশীতে কিছু করিতে পারিলেন না। প্রকাশানন্দের মন যেরূপ কঠিন, সেইরূপই রহিল। বরং তাঁহার মন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটু কঠিন হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গের কাশী গমন।

প্রকাশানন্দের আহ্বানে প্রভু গেলেন না, কিন্তু পরে কাশীতে যাইতে হইল। প্রভু বৃন্দাবন যাইবার মনন করিলেন। নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার মধ্যপথে কাশী। কাশীতে তখন তাঁহার তিন জন মাত্র ভক্ত ছিলেন, তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর বৈদ্য ও পরমানন্দ। এই তপন মিশ্রের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া কাশীতে সস্ত্রীক আসিয়া বাস করিতেছেন। প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, কাশীতে তাঁহাকে দর্শন দিবেন। সেই আশায় তাঁহার পথ নিরীক্ষণ করিয়া এই ত্রয়োদশ বৎসর সেখানে বাস করিতেছেন। চন্দ্রশেখর এক জন বৈদ্য, গ্রন্থ লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তিনিও প্রভুর ভক্ত। প্রভু উড়িষ্যা হইতে বনপথে গমন করিয়া কাশীতে গঙ্গা স্নান করিতেছেন, চারিদিকে লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতেছে। অপরূপ বস্তু দেখিলে লোকের ভিড় হয়। প্রভুর রূপ আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া সেখানে অত্যন্ত জনতা হইয়াছে। ভিড় দেখিয়া তপন মিশ্র প্রভৃতি ব্যাপার কি দেখিতে গেলেন। প্রভুকে দেখিলেন, দেখিবা মাত্র চিনিলেন যে, তিনি তাঁহাদের প্রাণনাথ। অমনি আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, প্রভুও তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন। প্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে বাসা করিয়া তপন মিশ্রের বাটী ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রভুকে পাইয়া তাঁহার ভক্তগণ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাকে কিছুকাল বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত নিবেদন করিলেন। প্রভুর যদিও শীঘ্র যাইবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি তাঁহাদের আগ্রহে কিছু দিন থাকিতে সম্মত হইলেন।

প্রভুর এইরূপ আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল যে, তিনি কোথাও গমন করিবা মাত্র সে সংবাদ তখনই সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িত। কাশীতেও তাহাই হইল। নগরের মধ্যে ঘোষিত হইল যে, এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তাঁহার রূপ অমানুষিক ও প্রেম অকথ্য, তাঁহাকে দেখিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়।

ক্রমে একথা সন্ন্যাসী সভায় ব্যক্ত হইল, ও প্রকাশানন্দও শুনিলেন, তিনি সন্ন্যাসীর রূপ গুণ শুনিয়া মনে মনে অনুমান করিলেন যে, এই সেই নীলাচলবাসী কৃষ্ণচৈতন্য হইবে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন তাহাই বটে। এই সংবাদে প্রকাশানন্দ মহা সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন, এইবার সেই ধূর্ত্তকে জব্দ করিবেন। কিন্তু প্রভু তাঁহার নিকটে গমন করিলেন না, ইহাতে সরস্বতী কিছু বিপদে পড়িলেন। কৃষ্ণচৈতন্য দেখা করিতে আইল না, আপনিও যাইতে পারেন না, কারণ উহা তাঁহার পক্ষে গ্লানিকর। অতএব যদিও উভয়ের একস্থানে অবস্থিতি তবু দেখা হইল না। যে ধূর্ত্ত তাঁহার গোষ্ঠীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে তাহাকে দণ্ড করিতে না পারিয়া ইহাতে সরস্বতী বড় ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। আবার অন্য কারণে তাঁহার এই ক্লেশ বাড়িতে লাগিল। তাহার কারণ বলিতেছি। যদিও পরস্পরে দেখা হইল না, তথাচ প্রকাশানন্দের প্রভুর কথা সর্ব্বদাই শুনিতে হইত। যে তাঁহাকে দেখিত, সেই তাঁহাকে প্রশংসা করিত। প্রকাশানন্দ কাশীর এক প্রকার কর্ত্তা, যিনি রাজা তিনিও তাঁহার পদাবনত। কোন অপরূপ বস্তু দেখিলে লোকে দৌড়িয়া তাঁহাকে বলিতে যাইত। কাশীর লোক প্রভুকে দেখিয়া একেবারে মোহিত। শ্রীগৌরাঙ্গ একে সন্ন্যাসী, তাহাতে রূপের আদর্শ, তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া লাবণ্য ক্ষরিত হইতেছে। তাঁহার বদন শীতল,

পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় মধুর। এরূপ বস্তু দর্শন মাত্র লোকে অগ্রে দৌড়িয়া প্রকাশানন্দকে বলিতে যাইত। প্রকাশানন্দ প্রতিষ্ঠা প্রার্থী, চিরকাল প্রতিষ্ঠা পাইয়া আসিয়াছেন। অন্যের প্রতিষ্ঠা তাঁহার কাছে ভাল লাগে না, তাই কৃষ্ণচৈতন্যের উপর অত ক্রোধ। প্রকাশানন্দ প্রভুর প্রশংসা একেবারে সহ্য করিতে পারিতেন না, তাঁহার কাছে প্রভুর প্রশংসা করিলে তিনি কেবলই নিন্দা করিতেন। তিনি সকলকেই বলিতেন যে, "তোমরা তাহার কাছে যাইও না। সে ইন্দ্রজালী, মূর্খ সন্ন্যাসী, নিজ ধর্ম্ম জানে না। তাহার কর্ত্তব্য বেদান্ত পাঠ করা, তাহা করে না। আর ভাবুকের সঙ্গে ভাবকালি দেখাইয়া বেড়ায়। এইরূপ লোকের সহবাস করিতে নাই, করিলে দুর্ব্বল-মনা মনুষ্যগণের ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারে। শুনিয়াছি সে নাকি এরূপ মোহিনী মন্ত্র জানে যে, তাহাকে যে দেখে সেই শ্রীকৃষ্ণ বলে। যাহা হউক কাশীতে তাহার ভাবকালি বিকাইবে না। তোমরা দেখিতেছ না ভয়ে আমার এদিকে আসে না, কেবল ভয়ে ভয়ে দূরে থাকে।"

তপন মিশ্র ও চন্দ্র শেখর এই সমস্ত কথা শুনিতেন, শুনিয়া তাঁহাদিগের মর্ম্মাহত হইতে হইত। অবশেষে তাঁহাদের এরূপ অসহ্য হইল যে তাঁহারা আর প্রভুর নিন্দা সহিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভু, আর তোমার নিন্দা সহিতে পারি না। প্রকাশানন্দ ও তাহার পারিষদগণ আপনাকে কেবলই নিন্দা করেন।" তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্র ঈষৎ হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

তখন সন্ন্যাসীদিগের সহিত তাঁহার মিশ্রিত হইতে ইচ্ছা ছিল না। কেন ছিল না তাহা তিনিই জানেন। কাশীতে বিশ্বরূপ ক্ষৌর দিনে সকল সন্ন্যাসীর একত্র হইতে হয়। ইহা সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম। শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন, তিনি কিরূপে উহা ভঙ্গ করিবেন?

সেই ক্ষৌর দিবস সম্মুখে। কাশীতে থাকিলে সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিশিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা যে তাহাদের সহিত মিশিবেন না। সুতরাং সেই ক্ষৌরের চারি দিবস থাকিতে, প্রভু বারাণসী ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। ইহাতে প্রকাশানন্দের মনে সহজেই এই বিশ্বাস হইল যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে এই ভয়ে ক্ষৌর লঙ্ঘন করিয়া পলাইয়া গেলেন। কৃষ্ণচৈতন্য যে মূর্খ ও লোক-প্রতারক, ইহা তাঁহার আরও দৃঢ় বিশ্বাস হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার ভয়ে বারাণসী ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা মনে ভাবিয়া তিনি একটু শান্ত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের কাশীতে প্রত্যাগমন।

শ্রীপ্রভু বৃন্দাবন ধাম দর্শন করিয়া দুই মাস পরে পুনরায় কাশীতে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়া আবার সেই চন্দ্রশেখরের বাটীতে রহিলেন। এই সময় গৌড়ীয় বাদসাহের মন্ত্রী সনাতন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সনাতন গৌড়ীয় বাদসাহ হোসেন সাহের মন্ত্রী, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তি ধন পাইয়া বিষয় ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। বাদসাহ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্ধন করিয়া রাখেন। সনাতন তাঁহার রক্ষককে বশীভূত করিয়া পলায়ন করিলেন। শুনিয়াছিলেন প্রভু বৃন্দাবন গিয়াছেন, তাই তাঁহার তল্লাসে সেখানে চলিয়াছেন। কাশীতে যাইয়া প্রভুকে পাইলেন। এই সনাতন দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিবেন বলিয়া প্রভু গোপনে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা দিতে দুই মাস লাগিল, কাজেই আর দুই মাস প্রভুর কাশীতে থাকিতে হইল, প্রভু কাশীতে আইলে অবশ্য আবার সকলে জানিতে পারিল। প্রকাশানন্দ শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবার কাশীতে আসিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, "যদিও কৃষ্ণচৈতন্য কাশীতে আসিয়াছে, কিন্তু তোমরা জানিও সে এদিকে কখনও আসিবে না। তোমরা কদাচ তাহার কাছে যাইও না।" এই কথায়, যাহারা প্রভুকে কখন দেখে নাই, তাহারা বিশ্বাস করিত। কারণ লোকে প্রকাশানন্দের বাক্য বেদবাক্যের ন্যায় জ্ঞান করিত। কিন্তু যাহারা প্রভুকে দেখিয়াছে, তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুকে দেখিলেই তাঁহাতে মন আকর্ষিত হইত। প্রসন্ন বদন, প্রশস্ত হৃদয়, প্রেমভক্তিময় কমললোচন ও তাহা হইতে অবিরত ধারা বহিতেছে, তরুণ বয়স ও সোণার বরণ, তাহাতে সন্ন্যাসী। এই নবীন সন্ন্যাসীর এ রূপ যে দেখিত সহজেই তাহার অন্তর দ্রবীভূত হইত। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের নিকট তিনি তাঁহাদের প্রাণ হইতেও প্রিয় ছিলেন। কাশী সন্ন্যাসীতে পরিপূর্ণ, ইহারা সকলেই সরস্বতীর বশীভূত। সরস্বতী প্রভুর নিন্দা করেন, কাজেই সকল সন্ন্যাসীই তাহাই করেন। তাহার পরে বিচার করুন, প্রভুর অপরাধ কি? তিনি কেবল গঙ্গাস্নানের সময় একবার বাহির হয়েন,তাহাতে উপস্থিত লোক তাঁহাকে দেখিয়া হরিধ্বনি করে। তাহাতে তিনি কি করিবেন? সাধারণ লোকে তাঁহাকে এত ভক্তি করে যে, উহারা সকলে তাঁহাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিল। ইহাতে আরও ক্রোধান্ধ হইয়া প্রকাশানন্দ প্রভৃতি তাঁহাকে অহরহ নিন্দা করিতে থাকিলেন। সর্ব্বদা প্রভুর নিন্দা শুনিয়া প্রভুর ভক্তগণেরা বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কষ্ট নিবারণের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। যখন কষ্ট অসহ্য হইত প্রভুর কাছে তখনি বলিতেন। কিন্তু প্রভু কেবল ঈষৎ মাত্র হাসিতেন, আর কিছু বলিতেন না।

এক দিন মহারাষ্ট্রদেশীয় এক জন অতি প্রধান ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সভাতে যাইয়া প্রভুর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রভুকে দর্শন করাতে তাঁহার চিত্ত প্রভুতে অর্পিত হইয়াছে। তিনি প্রকাশানন্দকে অতিশয় ভক্তি করিতেন বলিয়া, তাঁহার সভায় আসিয়া গদ্গদ্ হইয়া বলিতে লাগিলেন, শ্রীপাদ! এই নগরে একটি অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কিন্তু তাঁহার রূপ ও কার্য্যে সমস্তই অমানুষিক। আমি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সাব্যস্ত

করিয়াছি। তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম, কারণ জীবে এত রূপ ও গুণ সম্ভবে না। আপনার তাঁহাকে দর্শন করা উচিত।

এই কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, "জানি, জানি, তাকে জানি সে কেশব ভারতীর শিষ্য, নাচিয়া ও গান করিয়া বেড়ায়, আর সকল লোককে নাচায় ও গাওয়ায়। আর এমনি ধূর্ত্ত যে, তাকে যে দেখে সেই তাকে ভগবান বলে। তার প্রবঞ্চনায় তোমা অপেক্ষাও অনেক বড় বড় লোকে মুগ্ধ হইয়াছেন। তুমি সেখানে কখনও যাইও না। ওরূপ লোকের সঙ্গ করিলে দুকুল নাশ হয়। আর যদি তাহার সহিত তোমার দেখা হয়, তবে তাহাকে বলিবে যে কাশীতে তাহার ভাবকালি বিক্রয় হইবে না, এখানে তাহার আসা পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়াছে।"

যাঁহারা প্রভুকে দেখেন নাই, যাঁহারা ভক্তির মাধুর্য্য আস্বাদ করেন নাই, তাঁহাদের নিকট এ সমুদায় পরামর্শ অবশ্য সফল হইত। কিন্তু ভক্তের নিকট উহা ভাল লাগিবে কেন?

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ইহাতে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া তখনই প্রভুর নিকট গেলেন। যাইয়া কাতর ভাবে বলিলেন যে, "প্রভু! আমি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ প্রকাশানন্দের সভায় গিয়াছিলাম, যাইয়া আপনার কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি উপহাস করিয়া আমাকে উড়াইয়া দিলেন। আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া কথা বলিলেন তাহাতে বড় কষ্ট পাইয়াছি। এমন কি আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাহার শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া দিয়া চৈতন্য চৈতন্য বলেন। আপনার উপর তাঁহার এত ক্রোধ ও বিদ্বেষ যে আপনার নামটা পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে কষ্ট পান।"

ইহাতে প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি ভগবানকে না মানে,

তাহার মুখে কৃষ্ণ নাম হঠাৎ আসে না। তাহাতেই বোধ হয় আমার নামের পূর্ব্বাংশ ছাড়িয়া দিয়া থাকিবেন।"

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু! সরস্বতী আর একটি কথা আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, আপনার কাশীতে আসা পণ্ডশ্রম হইয়াছে, আপনি যে ভাবকালির বোঝা কাশীতে লইয়া আসিয়াছেন, তাহা এখানে বিকাইবে না।"

প্রভু ইহাতে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বোঝা মাথায় করিয়া আসিয়াছি, যদি নিতান্ত না বিকায় বিলাইয়া যাইব।"

কাশী সন্ন্যাসীর স্থান, মায়াবাদীগণের অধিকার, এখানে ভক্তির কাণ্ডই নাই। নগরে বহুতর সন্ন্যাসী বাস করেন, সকলেই বেদের চর্চ্চা করেন। প্রভু তপনের বাড়ী ভিক্ষা করেন, চন্দ্রশেখরের বাড়ী বাস করেন। গঙ্গাস্নান করিয়া বিন্দুমাধব হরিকে দর্শন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে গমন করেন। গৃহে বসিয়া সনাতনকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। এই যে প্রভু গঙ্গাস্নান ও বিন্দুমাধব দর্শন করেন, এই অবসরে বাহিরের লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায়। তখন প্রভু যে পথ দিয়া গমন করেন, তাহার দু ধারে লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করে। এইরূপে প্রভুকে লইয়া তখন কাশীতে দুই দল হইয়াছে। এক দল বলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আর এক দল বলেন তিনি ভণ্ড।

প্রভুর বারাণসী ত্যাগ করার সময় হইয়াছে, এই সময় তপন মিশ্র প্রভুকে একদিন বলিলেন যে, "তোমার নিন্দা আর শুনিতে পারি না। আপনি চলিয়া যাইবেন, আপনার কি? বিশেষ আপনার কাছে স্তুতি ও নিন্দা উভয়ই সমান। কিন্তু এই দুঃখ আমাদের চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। যেখানে সেখানে সন্ন্যাসীরা আপনার নিন্দা করিয়া থাকে, আর দিবারাত্র আমাদের ণা

সহ্য করিতে হইতেছে। আপনি একবার সন্ন্যাসীর কাছে প্রকাশ হউন।”

এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল। ইনি সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

এই ব্রাহ্মণটী শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রয় করিয়াছেন ও কাশীতে বাস করিতেন। তিনি প্রভুর নিন্দায় অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায় কষ্ট পাইতেছিলেন। প্রভুর সকল ভক্তগণ এই কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য একটি পরামর্শ স্থির করিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, প্রভুর সঙ্গে সন্ন্যাসিগণের মিলন করিয়া দিতে পারিলেই তাহাদের মন ফিরিয়া যাইবে। তাহারা যে প্রভুকে নিন্দা করে, তাহার কারণ তাহারা প্রভুকে জানে না। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি দেখিলে তখন আর তাহারা নিন্দা করিবে না। এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদিগকে ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার মনস্থ করিলেন। প্রভু এরূপ নিমন্ত্রণ লইবেন কি না সন্দেহ, যেহেতু সন্ন্যাসি-গণের সহিত তিনি মিশেন না। কিন্তু সকলে ভাবিলেন প্রভু ভক্তবৎসল, সকলে তাঁহার চরণে পড়িলে তিনি অবশ্য সম্মত হইবেন। ইহা ভাবিয়া প্রভুর মন দ্রব করিবার নিমিত্ত, তপন মিশ্র যখন তাঁহাদের দুঃখের কথা প্রভুর কাছে বলিতেছিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, “প্রভু আমার একটি নিবেদন আছে। আমি সকল সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আপনি সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশেন না তাহা জানি। কিন্তু আমি আপনার ভক্ত, আমার প্রতি সে নিয়ম চালাইবেন না। আমার বাড়ী আপনার পবিত্র করিতে হইবে।” ইহা বলিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ অন্যান্য ভক্তগণ সহ প্রভুর পদতলে পড়িলেন।

প্রভু তপন মিশ্র ও অন্যান্য ভক্তগণের অভিপ্রায় বুঝিলেন, ও ঈষৎ হাস্য করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যদিও প্রভু অতি গোপনে আছেন, তবু ইহার মধ্যে তাঁহাকে লইয়া কাশী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগ তাঁহার শত্রু, এক ভাগ মিত্র। কিন্তু তাঁহার শত্রু যে সন্ন্যাসিগণ, তাঁহারাও এই দুই মাসে বুঝিয়াছেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য একটী প্রকাণ্ড বস্তু, শুধু ভাবুক নহেন। যেহেতু তাঁহারা বুঝিলেন প্রভু যে বারাণসী আছেন, এ কথাও তাঁহাকে লইয়া সেই বৃহৎ নগরীতে অহরহ আন্দোলন হইতেছে। তাঁহারা সর্ব্বদাই সকলের মুখে এই অভিনব নবীন সন্ন্যাসীর কথা শুনিতে লাগিলেন। ইহাতে মুখে যাহাই বলুন, মনে মনে প্রভুর প্রতি ক্রমে শ্রদ্ধার উদয় হইতেছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রকাশানন্দে দেখা দেখি।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বাড়ী বৃহৎ সভা হইয়াছে। প্রকাশানন্দ শুনিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, আর তিনি আসিতে স্বীকার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি কখনও এরূপ নিমন্ত্রণে ও মিলনে স্বীকৃত হয়েন নাই। প্রকাশানন্দ কি অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ ইহা জানেন। সুতরাং সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিবেন, এই কথা লইয়া একটু আন্দোলন হইয়াছে। প্রকাশানন্দের প্রভুর প্রতি এতদূর আক্রোশ যে, কাশী হইতে নীলাচলে তাঁহাকে গালি দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এখন কাশীতে। কাশীতে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন না, ইহাতে তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, ভয়ে তাঁহার নিকটে আসেন নাই। বরাবরই সরস্বতীর প্রভুর উপর ঘৃণা ছিল। আর প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত দেখা না করাতে, সেই অবজ্ঞা আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। অদ্য সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,—যাঁহাকে তিনি ঘৃণা করিয়া "চৈতন্য" "চৈতন্য" বলিতেন, ভ্রমেও কৃষ্ণচৈতন্য বলিতেন না,—তাঁহার নিকট আসিতেছেন। ইহার কারণ কি ?

প্রকাশানন্দ কাশীর এক প্রকার রাজা ছিলেন, সুতরাং তিনি নির্ভীক। কাহাকে ভক্তি কি ভয় করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তাঁহার সমকক্ষ লোক তিনি কখন দেখেন নাই। তিনি তাঁহার সমগ্র শিষ্য লইয়া সভায় বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট সেই মূর্খ ভাবুক সন্ন্যাসী আসিতেছেন। তিনি সে স্থানে সর্ব্ব বলে বলীয়ান, আর ভাবুক সন্ন্যাসীর পরদেশ। সেখানে তাঁহার কোন সহায় নাই, সেই সভায় একা

আসিতেছেন, সুতরাং প্রকাশানন্দের কোন ভয় নাই। তবে সেই ভাবুক সন্ন্যাসী কে ? না যিনি সার্ব্বভৌমকে পর্য্যন্ত পাগল করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রকাশানন্দের মনে নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে ! মনে ভাবিতেছেন, যদি সে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে, দুই এক কথায় তাহাকে নিরস্ত করিয়া দিবেন। আর যদি চুপ করিয়া আসে আর যায়, তবে হয়ত কোন কথাই বলিবেন না, তাহার উদ্দেশও লইবেন না।

এমন সময় প্রভু প্রসন্ন বদনে "হরেকৃষ্ণ" "হরেকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে সনাতন প্রভৃতি তাঁহার চারি জন ভক্ত সঙ্গে করিয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ নিতান্ত চিন্তাকুল ; কি জানি প্রভু কি লীলা করেন। পাষণ্ড সন্ন্যাসীরা কি আমাদের শ্রীগৌরকিশোরকে আদর করিবে ? তাঁহার ভাব তাহারা কি বুঝিবে ? তবে ভক্তগণ যে চিন্তাকুল হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। শ্রীনন্দমহারাজও কংস সভায় ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। এখানে সরস্বতী ঠাকুরকে কংসের সহিত তুলনা করিলাম কারণ শ্রীকৃষ্ণ অবতারে কংস যেরূপ, শ্রীগৌর অবতারে সরস্বতীও সেইরূপ।

প্রভু আইলে, সন্ন্যাসী সভায় "ঐ চৈতন্য আসিতেছে" বলিয়া একটি ধ্বনি হইল। সকলে উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতেছেন যে, সাড়ে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, কাঁচা-কাঞ্চন বর্ণের একটী যুবা পুরুষ অতি মন্থর গতিতে, অবনত মুখে আগমন করিতেছেন। মুখের এরূপ কমনীয় ভাব যে, স্ত্রীলোকের বলিয়া ভ্রম হয়। প্রসন্ন বদন, উন্নত ললাট, ও কমল নয়ন। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া যেন সশঙ্কিত ও সলজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার চারি জন ভক্ত। সন্ন্যাসিগণ বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া আছেন। প্রভু অগ্রে

আসিয়া মুখ উঠাইয়া যোড়করে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন, পরে বাহিরে পাদ প্রক্ষালনের যে স্থান ছিল, সেখানে পাদ প্রক্ষালন করিলেন; করিয়া—সেই খানেই বসিলেন!

সন্ন্যাসিগণ তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন, দেখিতেছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্প, এমন কি বালক বলিলেও হয়। প্রভুর বয়ঃক্রম তখন একত্রিশ, কিন্তু দেখিতে তাহা অপেক্ষা অল্প বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত। মুখে ঔদ্ধত্যের চিহ্নও নাই। বরং দেখিলে বোধ হয় এরূপ সরল, নিরীহ, ভালমানুষ ত্রিজগতে কেহ নাই। বদন মলিন অথচ প্রফুল্ল, যেন অন্তরে দুঃখময় আনন্দ রহিয়াছে।

প্রভুর মুখ দেখিয়া প্রকাশানন্দের চিরকালের শত্রুতা মুহূর্ত্ত মধ্যে লুপ্ত-প্রায় হইল। বরং সেই মুখ যেন তাঁহার প্রাণকে টানিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ সদাশয়, মহাজন। তাঁহার সভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিয়া অপবিত্র স্থানে বসিলেন, ইহা সামান্যত তিনি করিতে দিতেন না। তাহার পরে প্রভুর উপর যত রাগ থাকুক, তিনি যে এক প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা তখন বেশ জানিয়াছেন।

আবার প্রভুর বদন দর্শনে ও তাঁহার দীনতায় মুগ্ধ হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার সঙ্গে সেই সহস্রাধিক সন্ন্যাসী সকলেই দাঁড়াইলেন। তখন প্রকাশানন্দ প্রভুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! সভার মধ্যে আগমন করুন। অপবিত্র স্থানে বসিয়া কেন আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন?"

ইহাতে প্রভু করযোড় করিয়া বলিলেন, "আমার সম্প্রদায় অতি হীন, আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ। আপনাদের সভার মধ্যে আমার বসা কর্ত্তব্য নয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে তাহার মধ্যে

সরস্বতী, তীর্থ, পুরি প্রভৃতি উচ্চ ও ভারতী নীচ। এ কথা শুনিয়া ও প্রভুর দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া সরস্বতী আপনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া একবারে সভার মধ্যস্থানে লইয়া বসাইলেন।

মহানুভব সরস্বতীর তখন শক্রতা ভাব প্রায় গিয়াছে, বরং সেই স্থানে বাৎসল্য স্নেহের উদয় হইয়াছে। প্রভুর সরল ও সুন্দর মুখ, দীনভাব ও চরিত্র দেখিয়া সরস্বতী বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুর প্রতি ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু প্রভুর তাঁহার প্রতি ক্রোধ মাত্র নাই। ইহাতে মনে একটু অনুতাপের উদয় হইল। তিনি বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি শুনিয়াছি আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও আপনি শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য। কিন্তু আমাদের মনে একটি দুঃখ আছে। আপনি এই স্থানে থাকেন, আমরা আপনার এক আশ্রমের, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন নাই কেন?"

প্রভু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় অবনত মুখে রহিলেন।

তখন সরস্বতী ঠাকুর সরল ভাবে তাঁহাকে সমুদায় মনের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী হইয়া আমাদের সহিত মিলিত হয়েন না কেন? শুনিতে পাই সন্ন্যাসীর যে প্রধান ধর্ম্ম বেদ পাঠ তাহা আপনি করেন না। আবার সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতান্ত দূষণীয় কার্য্য, নৃত্য গীত প্রভৃতি ভাবকালিতে আপনি নিমগ্ন থাকেন। আপনি সুবোধ, আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। আপনি এ সমস্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ও হীনাচার কি কারণে করেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।"

সরস্বতীর প্রকৃতই তখন বিদ্বেষ ভাব গিয়াছিল, ও চিত্ত প্রভুতে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছিল। আবার, প্রভুর নিকটে বসিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, এ ব্যক্তি যাহা তিনি ভাবিয়াছিলেন নিতান্ত তাহা নয়। এই জন্য, আপনি যে পূর্ব্বে প্রভুকে নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই দোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, ও কতক কৌতূহল তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত, আত্মীয়তা ভাবে, প্রণয় বিরক্তির সহিত, উপরোক্ত কথা গুলি জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রভু কি উত্তর করেন সভাস্থ লোকে শুনিবার নিমিত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কথা এই, প্রভুকে দেখিয়া সরস্বতী ও তাঁহার সহস্রাধিক শিষ্যের মন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটি হয় সিদ্ধপুরুষ, নয় কোন দেবতা, ছলনা করিয়া মনুষ্য সমাজে বেড়াইতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গকে সরস্বতী বাৎসল্য ভাবে বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ গুরু-বুদ্ধিতে উত্তর দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ! আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। আমি যখন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তখন তিনি দেখিলেন যে আমি মূর্খ। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'বাপু, তুমি মূর্খ, তুমি বেদান্ত পড়িতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে তুমি দুঃখিত হইও না। তাহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্যই দিতেছি।' ইহা বলিয়া তিনি বলিলেন, 'বাপু, এই শ্লোকটি তুমি কণ্ঠস্থ কর।'

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর গলার স্বর সঙ্গীত হইতে মধুর। তিনি যখন মলিন

মুখে ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বলিতে লাগিলেন, তখন সকলে নীরব হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

প্রভু যে শুদ্ধ এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন তাহা নয়, উহার ব্যাখ্যাও করিলেন। সে ব্যাখ্যা অদ্ভুত। এ ক্ষুদ্র শ্লোকের এত অর্থ আছে জগতে পূর্ব্বে কেহ তাহা জানিতেন না। প্রভু শ্লোকের অর্থ করিয়া বলিতেছেন,—

"গুরুদেব আমাকে বলিতে লাগিলেন, এই দেখ বাপু কলিকালে নাম ব্যতীত আর গতি নাই, অতএব তুমি শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম জপ কর, তোমার আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না। ইহাতে তোমার কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় পাইবে। অধিকন্তু ব্রহ্মা প্রভৃতির যে দুর্ল্লভ ধন কৃষ্ণপ্রেম, তাহাও লভ্য হইবে।"

সন্ন্যাসীরা ও প্রকাশানন্দ নানা কারণে প্রভুর কথা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভুর নিকট হরের্ণাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিলেন যে, বালক সন্ন্যাসী এক জন প্রবল পণ্ডিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন, "আমি গুরুদেবের এই আজ্ঞা পাইয়া মন দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিলাম। কিন্তু নাম জপিতে জপিতে আমার মন ভ্রান্ত হইল। ক্রমে আমার সব প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমি শেষে কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য, কখন গান, করিতে লাগিলাম। তনু ও মন এলাইয়া গেল ও একপ্রকার পাগল হইলাম। তখন আমি ভীত হইয়া আপনার অবস্থার কথা বিচার করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমার এ কি দশা হইল? এ ত উন্মত্ত জনের অবস্থা। তবে কি আমি সত্যই পাগল হইলাম? এই সমস্ত ভাবিয়া ব্যস্ত ও ভীত হইয়া আবার গুরুর শরণাপন্ন হইলাম। এবং তাঁহার চরণে এই নিবেদন করিলাম যে, প্রভু আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন, ইহার

এ কি প্রকার শক্তি ? আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি কৃষ্ণনাম জপিতেছিলাম, জপিতে জপিতে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া গেল, এবং আমি হাসি কাঁদি নাচি গাই, এমন কি, আমি নাম জপিয়া একপ্রকার পাগল হইয়াছি। এখন আমি এ দায় হইতে কি করিয়া উদ্ধার হই, আপনি তাহার বিহিত আজ্ঞা করিয়া দিউন।

আমার গুরুদেব এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, 'তোমার এ বিপদ নয়, এ তোমার সম্পদ। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে কৃষ্ণনামের শক্তিই ঐরূপ। উহাতে ঐরূপ হৃদয় চঞ্চল করে, শ্রীকৃষ্ণের চরণে রতি উৎপাদন করে। জীবের যে পরম পুরুষার্থ, যাহা হইতে জীবের আর সৌভাগ্য হইতে পারে না, তাহাই অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম তুমি পাইয়াছ।"

গুরু ইহাই বলিয়া আমাকে কয়েকটি শ্লোক শুনাইলেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

এবং ব্রতঃ, স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগোদ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

"এই প্রকারে যিনি অনুরাগ-বিগলিত চিত্ত হইয়া উচ্চৈস্বরে আপনার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণনাম লইয়া হাস্য, রোদন, হুঙ্কার, গীত ও নৃত্য করেন, তিনি সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জীবগণকে রক্ষা করেন।"

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপিপরিগীতঃ শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

"যে কেহ হউক না কেন, যদি পরম মধুর মঙ্গলের মঙ্গলকর সকল নিগমের সুফল স্বরূপ চিন্ময় কৃষ্ণনাম একবার হেলায় অথবা শ্রদ্ধায় গান করে, তাহা হইলে, হে ভৃগুবর, সেই কৃষ্ণের নাম তাহাকে উদ্ধার করে।"

তৎকথামৃতপাথোধৌ বিরহন্তোমহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতনোঽকৃচ্ছ্রং চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং॥

"যে কৃতি ব্যক্তিরা মহানন্দে কৃষ্ণকথামৃত সাগরে বিহার করেন, তাঁহারা কৃচ্ছ্রলভ্য চতুর্ব্বর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারেন।"

তদনন্তর গুরুদেব বলিলেন,—'তুমি কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছ, আমি তোমার গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কৃতার্থ হইলাম।' গুরুর এই আজ্ঞা শুনিয়া আমার শঙ্কা দূর হইল। আমি তাঁহার আজ্ঞায় দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিয়া থাকি। ইহাতে আমি যে ক্রন্দন ও হাস্য প্রভৃতি করি, ইহাতে আমার হাত নাই। আমি নামের শক্তিতে করিয়া থাকি, ইচ্ছা করিয়া করি না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ দৈন্যের সহিত যখন কথা কহিতে লাগিলেন, তখন যেন মধু বরিষণ হইতে লাগিল। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসিগণের চিত্ত কোমল হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে প্রকাশানন্দের কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তাঁহার তিন প্রশ্ন। প্রথমে বেদ পড় না কেন, দ্বিতীয় নৃত্য গীত কর কেন, তৃতীয় আমাদের অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণের সহিত ইষ্ট গোষ্ঠী কেন কর না। প্রভু ইহার উত্তর দিলেন, বেদ না পড়িলে চলে, হরি নামই যথেষ্ট। আবার বলিলেন, বেদ পড়িলে কোন ফল নাই। কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই, নাই, নাই। নৃত্য গীত সম্বন্ধে বলিলেন, আমি নৃত্য গীত করি সে ইচ্ছায় করি না। নামের শক্তিতে প্রেমোদয় হয়, প্রেমোদয় হইলে নৃত্য গীত আপনি আইসে। তিনি যে সন্ন্যাসিগণের সহিত কেন মিলিতে যান না, তাহার প্রত্যক্ষ কোন উত্তর দিলেন না।

প্রকাশানন্দের চিত্ত তখন প্রভু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তখনও

তাঁহার অভিমান আছে। তখন তিনি ভাবিতেছেন যে, এ একটী সুন্দর বস্তু। অতি মিষ্ট কথা, সুবোধ, তবে একটু চঞ্চল। যদি আমার কাছে কিছুকাল থাকে, তবে এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একটী অপূর্ব্ব বিগ্রহ হইবে। ইহার কৃষ্ণপ্রেম হইয়াছে, ইহা বড় মঙ্গল। কিন্তু ইহার বেদের প্রতি ভক্তি নাই, সে বড় দোষের কথা।

প্রভু চুপ করিলে, একটু চিন্তা করিয়া পরে প্রকাশানন্দ বলিতেছেন, "শ্রীপাদ যাহা বলিলেন, এ অতি উত্তম কথা। ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কৃষ্ণনাম লও ইহাতে সকলের সন্তোষ। কৃষ্ণপ্রেম হওয়া বড় ভাগ্যের কথা, তাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদ পড় না কেন ? বেদের উপর তোমার অশ্রদ্ধা কেন ?"

প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার যদি উত্তর না দিই তবে আমার অপরাধ হইবে। উত্তর দিলেও যদি আপনাদের তুষ্টিকর না হয়, তাহা হইলে আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলেও আমার অপকার হইবে। অতএব আপনারা যদি আমার অপরাধ না লয়েন, তবে আমি সরল ভাবে বলিতেছি যে, আমি কেন বেদ পাঠ করি না।"

ইহাতে প্রকাশানন্দ ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি কি বলিতেছেন ? আপনার কথা শুনিয়া আমরা বিরক্ত হইব ইহা কি হইতে পারে ? আপনার মুখে মধু ক্ষরিত হইতেছে। আপনার মাধুরিপূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া প্রতীত হয়। আপনি অন্যায় বলিবেন ইহা কখন সম্ভাবনা হইতে পারে না, আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদিগকে বলুন, বলিয়া আমাদের কর্ণতৃপ্তি করুন।"

"প্রভু বলিলেন, "বেদ ঈশ্বরের বচন। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ সম্ভবে না। এই বেদের যে মুখ্য অর্থ তাহা অবশ্য মানিব। শঙ্করাচার্য্য যে

অর্থ করিয়াছেন তাহা শঙ্করের বাক্য, ঈশ্বর বাক্য নহে। বেদের প্রকৃত অর্থ কি তাহা সূত্রে পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে। সে সূত্র থাকিতে ভাষ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। ব্যাখ্যার তখনি প্রয়োজন, যখন সূত্র বুঝিতে কষ্টকর হয়। আমরা দেখিতেছি বেদের অর্থ সরল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহা বুঝা কষ্ট। আপনারা দেখিবেন যে, সূত্রের অর্থ একরূপ, এবং শঙ্করাচার্য্য কোন উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত তাহার অর্থ আর একরূপ করিয়াছেন। স্থূল কথা, সূত্র অতি পরিষ্কার তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যেরূপ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন তাহা তাহার মনঃকল্পিত, সূত্রের অর্থের সহিত মিলে না।"

সন্ন্যাসীরা ইহাতে একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের স্বপ্নেও উদয় হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহারা জগদ্‌গুরু বলিয়া মান্য করেন। তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করাতে তাঁহারা উহা প্রমাণ করিতে বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার এত বড় কথা বলিবার কি হেতু আছে? শঙ্করাচার্য্য জগতের নমস্য, তাঁহাকে সকলেই গুরু বলিয়া মান্য করিয়া থাকে, আপনি যে তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করিতেছেন ইহা বড় সাহসিকতার কথা।"

প্রভু বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্য জগতের গুরু সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বর সকল অপেক্ষা বড়, বেদ তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা। এ বেদের যে সরল অর্থ সেই ঈশ্বরের বাক্য। শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন উহা সরল নহে। আপনাদের আজ্ঞাক্রমে আমি দেখাইতেছি যে, শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য নিজ মত স্থাপন, ও তাঁহার ভাষ্য মনঃকল্পিত।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আর সন্ন্যাসিগণ স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস চৈতন্য চরিতামৃতে আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারের কথা তাঁহার মুখে বৃন্দাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন। ও তাঁহাদের কাহারও কাছে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রবণ করিয়া চৈতন্য চরিতামৃতে সেই বিচারের সার সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীরা শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা কেবল পড়িয়া যাইতেন, যেরূপ তাঁহাদের গুরু বুঝাইতেন তাঁহারা সেইরূপ বুঝিতেন। এখন প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলের যেন চক্ষু ফুটিল। তখন পরস্পর মুখ চাওয়া চাই করিতে লাগিলেন। প্রকাশানন্দ দেখিলেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য শুধু পরম সুন্দর ও পরম ভক্ত নন, পরম পণ্ডিতও বটেন। তাঁহার অভিমান ছিল যে, জগতে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর নাই। তাঁহার যত অনর্থের মূল এই পাণ্ডিত্য অভিমান। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ সেই অভিমান হরণ করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ মায়াবাদী, সোঽহং ধর্ম্ম মানেন। তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী, সুতরাং ভক্তির বিরোধী। তাঁহার মতে আমি যেই, ঈশ্বরও সেই। ভক্তি আর কাহাকে করিব? কিন্তু হিন্দুগণ বেদের অধীন। বেদ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যাইতে পারেন না। তাঁহার মত চালাইবার জন্য শঙ্করাচার্য্য বেদের মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মত চালাইবার নিমিত্ত তাঁহার দেখাইতে হইয়াছে যে, বেদ তাঁহার মতের পোষণ করিতেছে। তাই তিনি আপনার মনের মত বেদের অর্থ করিয়াছেন। সাধারণ লোকে বেদের প্রকৃত অর্থ কি তাহা আপনারা চেষ্টা করিয়া না বুঝিয়া, শঙ্কর যেরূপ বুঝাইয়া আসিয়াছেন. সেইরূপ বুঝিয়া আসিতেছেন।

প্রভু এইরূপে দেখাইলেন যে, বেদের অর্থ অতি সরল, তাহার

টীকার আবশ্যক করে না। সেই সরল অর্থের সহিত শঙ্করের মতের কিছুমাত্র মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ অমিল।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি যেরূপ ভাষ্যের দোষ দিলেন তাহা শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে না, কারণ আপনি ন্যায্য কথাই বলিতেছেন। আপনি পরম পণ্ডিত তাহাও জানিলাম। শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিলেন, এ আপনার অসীম শক্তির পরিচয়। এখন আর কিছু শক্তির পরিচয় দিউন। বেদের মুখ্য অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরূপ বেদ বুঝিয়াছেন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বেদের মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। একটি একটি সূত্র বলিতে লাগিলেন আর অর্থ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অর্থ করিলেন যে, ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবানে প্রেম, জীবের পরম পুরুষার্থ।

অগ্রে প্রভু শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য দূষিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার বদনে সূত্রের অর্থ শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শুদ্ধ ভাবুক সন্ন্যাসী নহেন, বয়ঃক্রমে যদিচ বালক, কিন্তু ক্ষমতায় শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বড়।

প্রকাশানন্দের তখন এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম হইল। প্রথমে প্রভুর উপর সম্পূর্ণ ক্রোধ, দ্বেষ ও ঘৃনা ছিল। ঘৃণা ইহা বলিয়া—যে তিনি মূর্খ ও বঞ্চক। ক্রোধ ইহা বলিয়া—যে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ভট্টের মাথা খাইয়াছেন। দ্বেষ ইহা বলিয়া—যে কৃষ্ণচৈতন্য জগতে অনেকের নিকট তাঁহা অপেক্ষা পূজিত। এখন দেখিলেন, কৃষ্ণচৈতন্য পরম ভক্ত, পরম পণ্ডিত, সর্ব্বপ্রকারে পরম সুন্দর। দেখিলেন, তাঁহার প্রকৃতি মধুর। আর দেখিলেন যে, ভক্তি বলিয়া যে দ্রব্য উহা অতি

সুস্বাদু, আর এই মহাতত্ত্ব সেই বালক সন্ন্যাসীর নিকট তিনি শিখিলেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার প্রভুর প্রতি প্রগাঢ় মমতা ও শ্রদ্ধার উদয় হইল। তখন মনে হইল যে তিনি এই সুন্দর প্রকাণ্ড বস্তুটিকে অন্যায় করিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাহা মনে হওয়াতে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দ মহাশয় ব্যক্তি। তিনি তখন অতি কাতর হইয়া প্রভুকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি জানেন, আপনাকে আমি বরাবর নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, আমি দম্ভে উন্মত্ত ছিলাম ও আপনাকে জানিতাম না। এখন আপনাকে জানিলাম, দেখিলাম আপনি স্বয়ং বেদ ও নারায়ণ। আপনার নিকট এতদিনে বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম। ভক্তি যে পদার্থ, ইহাকে পূর্ব্বে ঘৃণা করিতাম, অদ্য আপনার শ্রীমুখে উহা কি বুঝিলাম। আপনিই আমার প্রকৃত গুরু। অদ্য বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণই সত্য, সর্ব্ব জীবের প্রাণ; তাহার চরণ সেবাই জীবের চরম ধর্ম্ম। আপনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।"

তখন সন্ন্যাসিগণ ভক্তিতে গদ গদ হইয়াছেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দের নিকট ভক্তি সম্বন্ধে উপরি উক্ত সুললিত বক্তৃতা শ্রবণ মাত্র সকলে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন!

পাঠকগণ, প্রভু হরের্ণাম শ্লোকের কিরূপ অর্থ করিলেন একবার অনুভব করুন। শ্লোকের অর্থ এই। এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই। হরিনাম ব্যতীত অর্থাৎ কেবল হরিনাম ব্যতীত আর গতি নাই, আর নাই, আর নাই। অর্থাৎ যোগ, যাগ, তপস্যা, পূজা, অর্চ্চনা, ইহার কিছুতেই গতি হইবে না, কেবল হরিনামে হইবে। অন্য কোন সাধন প্রয়োজন নাই।

প্রকাশানন্দের অন্তরে তর্কবিতর্ক।

সন্ন্যাসিগণ পরে ভোজনে বসিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর করিয়া বসাইলেন। ভিক্ষা অন্তে প্রভু বাসায় চলিয়া আইলেন। তখন সন্ন্যাসীদের মধ্যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যেরা বলিতে লাগিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখে অমৃত বৃষ্টি হইল। এত দিন পরে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। কলিকালে সন্ন্যাস করিয়া সংসার জিনিবার এক মাত্র উপায় হরিনাম। অতএব এত দিন যে পণ্ডশ্রম করা গিয়াছে, আর তাহাতে প্রয়োজন নাই, এখন ভাই সকলে হরি হরি বল। শঙ্করাচার্য্যই হউন, আর যিনিই হউন, কাহারও উপরোধে পরকাল নষ্ট করা যায় না।"

তখন প্রকাশানন্দ কহিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা অদ্বৈত মত স্থাপন করা,এই সংকল্প করিয়া তাঁহার মনের মত বেদের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অর্থ যখন পড়িতাম, তখন মুখে হয় হয় বলিতাম, মনে প্রতীত হইত না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সরল অর্থ করিলেন, অমনি সেই অর্থ হৃদয়ে প্রতীত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখ দিয়া সার তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। আমি সব জানিয়াছি, আর আমার জানিবার কিছু নাই।"

প্রকাশানন্দের সভায় এইরূপ গোল হওয়াতে সর্ব্ব কাশী নগরীতে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। তখন নানা দেশীয় পণ্ডিত আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। বারাণসী পরিত্যাগ করিবার পাঁচদিন থাকিতে প্রভু প্রকাশানন্দের সহিত মিলিতে ও ভিক্ষা করিতে সম্মত হয়েন।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ, কাশীর অন্যান্য সাধু ও পণ্ডিতগণ, সকলে প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। প্রকাশানন্দ, গৌড়ীয় নবীন সন্ন্যাসীর মত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সে দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। তখন প্রভুর বিশ্রামের মুহূর্ত্তও সময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রভুর কাছে আসিয়া কেহ বা দর্শনে, কেহ বা স্পর্শনে, কেহ বা বচনে, প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভুর কাছে বিদায় হইলেন। সমস্ত বারাণসী নগরে কৃষ্ণনামের কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি, ও নাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, ও লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, প্রকাশানন্দের বজ্রের ন্যায় দৃঢ় মন নম্রীভূত হইল। যদি বয়োজ্যেষ্ঠা কোন নারী প্রেমে আবদ্ধ হয়েন, তিনি একেবারে পাগলিনী হইয়া থাকেন। যিনি শিক্ষা দ্বারা হৃদয় কঠিন করিয়াছেন, তাঁহার যদি কোন কারণে উহা দ্রবীভূত হয়, তবে তাঁহার প্রস্তরবৎ হৃদয় হইতে হুহু করিয়া জল উঠিতে থাকে। প্রকাশানন্দ স্বভাবতঃ সহৃদয় লোক। তিনি স্বভাবতঃ রাধার গণ, অর্থাৎ—প্রেম উৎকণ্ঠই তাঁহার প্রকৃতি অনুমোদনীয়। দৈব বশতঃ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন; হইয়া যেমন লোকে বাঁধ দ্বারা নদীর স্রোত বন্ধ করে, তিনি সেই রূপে তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে তাঁহার সেই বাঁধ অল্প ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তাঁহার হৃদয়, যাহা তিনি শুখাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা আর্দ্র হইল। তখন শ্রীভগবানের সৌরভ তাঁহার ইন্দ্রিয় গোচর হওয়ায় তিনি অভিনব এক অতি সুস্বাদু আনন্দ ভোগ করিতে পারিলেন। তিনি শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভক্তবৎসল ভগবানকে ভক্তি করা শুধু বেদের উপদেশ নয়, মনুষ্যের পরম পুরুষার্থও বটে।

কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে আর একটি চিন্তার উদয় হইল, চিন্তাটি তিনি তাঁহার নিজ কৃত শ্লোকের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই—

সান্দ্রানন্দোজ্জ্বল রসময় প্রেমপীযূষসিন্ধোঃ
কোটিং বর্ষৎ কিমপি করুণাস্নিগ্ধ নেত্রাঞ্জনেন।
কোঽয়ং দেবঃ কনককদলী গর্ভ গৌরাঙ্গ যষ্টি
শ্চেতঃ কস্মান্মম নিজপদে গাঢ় যুক্ত শ্চকার॥

অস্যার্থ।—যাঁহারা অঙ্গযষ্টি কণক কদলীর গর্ভের ন্যায় গৌরবর্ণ, এবং যিনি করুণরস-স্নিগ্ধ অঞ্জন পূর্ণ নেত্র দ্বারা নিবিড় উজ্জ্বল রসময় প্রেমরূপ সুধা সিন্ধু কোটিকে বর্ষণ করিতেছেন, তিনি কে অনির্ব্বচনীয় দেব অকস্মাৎ আমার চিত্তকে নিজ চরণারবিন্দে দৃঢ়রূপে নিযুক্ত করিলেন?

সরস্বতী ঠাকুর ভক্তি হইতে উত্থিত অভিনব সুখ অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, তিনি যে কঠোর জীবন যাপন করিতেছিলেন তাহার মধ্যে এরূপ আনন্দ তাঁহাতে কে আনিয়া দিল? সে এই নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ভাবিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহার যে ঋণ ইহা শুধিবার নহে।

যাঁহারা মহা সন্ন্যাসী কি মহা নাস্তিক, তাঁহারাও ভক্তি রূপ সুধা আস্বাদন মাত্র মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এইরূপ একটি সাধুর কথা আমার শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি। তিনি আকাশ ভজন করিতেন, কিন্তু যখন একটা পূর্ব্বরাগের কীর্ত্তন শুনিলেন, অমনি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, প্রভুর কথা ভাবিতে ভাবিতে অমনি গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইল, তাই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া উপরের লিখিত শ্লোকটী রচনা করিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তখন চিন্তা করিতেছেন:—এই যে সুবর্ণ কান্তিবিশিষ্ট নবীন পুরুষটি ইনি

কে ? ইনি প্রেম পূর্ণ নয়নে আমার পানে চাহিলেন, কেন ? ইনি আমার কাছে চা'ন কি ? ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন কেন ? আর আমার চিত্ত আমার কথা না শুনিয়া উহাঁর চরণ মুখে কেন ধাবিত হইতেছে ? এ বস্তুটি কে ? এটি কি মনুষ্য, কি কোন অনির্ব্বচনীয় দেবতা ? এই যে সরস্বতী ঠাকুরের মনের ভাব ইহাকে রতি বলে, ইহাই প্রেমের বীজ। কৃষ্ণপ্রেমে ও সামান্য প্রেমে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কোন স্ত্রী,কোন পুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করেন। সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট তাঁহার প্রিয় একটী অনির্ব্বচনীয় দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি তাঁহার নিমিত্ত জাতি, কুল, সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন।

সেইরূপ কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের উদয় হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার দেহ দ্বারা জীবকে এ সমুদায় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াধামে কৃষ্ণে রতি হইল, তাহার পরে গৌড়ের নিকট কানাইর নাটশালায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে, প্রেমের উদয় হইল। এইরূপ শ্রীবিগ্রহ, চিত্র পট দর্শনে, কি স্বপ্নে, কি সাক্ষাদ্দর্শনে প্রেমের উদয় হয়।

প্রকাশানন্দের শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাদ্দর্শনে রতি হইয়াছে। আপনি বেশ বুঝিতেছেন, যে তিনি প্রকৃতিস্থ নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার চিত্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিতেছেন না। কেবল তাঁহাকে ভাবিতেছেন, ভাবিতেছেন তিনি কে ? কখন আপনার উপর, কখন তাঁহার উপর ক্রোধ হইতেছে, ভাবিতেছেন, তিনি কেন আমার মাথা খাইতেছেন, আমি এখন কি করিব ? তাঁহার কাছে কি যাইব ? না যাইয়া থাকিতে পারি না, কিন্তু যাইতে লজ্জা করে, লোকে কি বলিবে ? সরস্বতীর হৃদয়ে এই আন্দোলন চলিতেছে, এমন সময় তিনি কোলাহল শুনিতে পাইলেন।

আবার মিলন।

যে দিবস প্রভু প্রকাশানন্দের সহিত মিলিত হন, সেই দিন অবধি তাঁহার বাসায় লোকের সংঘট্ট হইতে আরম্ভ হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি যখন স্নান করিতে গমন করিতেন, তখন পথের দুই ধারে লক্ষ লোক দাঁড়াইয়া রহিত। তিনি যখন আসিতেন, তখনও দুই ধারে লক্ষ লোক থাকিত, সকলে হরিধ্বনি করিত ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মিলনের পরে প্রভু মোটে চারি পাঁচ দিন কাশীতে ছিলেন। সুতরাং এ সমুদায় ঘটনা এই কয়েক দিনের মধ্যেই হয়। সেই মিলনের পর দুই তিন দিন পরে প্রভু একদিন পঞ্চনদে স্নান করিয়া ঐ পথে বিন্দুমাধব হরি দর্শন করিতে গমন করিলেন। তিনি প্রত্যহ স্নান করিয়া এইরূপ বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া বাসায় আসিতেন।

প্রভুর সঙ্গে ভক্ত চারি জন ছিলেন। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতন। শ্রীগৌরাঙ্গ বারাণসী নগরীতে তাঁহার প্রেম ভাব গোপন করিয়া রাখিতেন। অন্য দিন বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া আপনার অনিবার্য্য প্রেম সম্বরণ করিয়া চুপে চুপে গৃহে যাইতেন। কিন্তু সে দিবস সামলাইতে পারিলেন না। বিন্দুমাধবকে দর্শন করিয়াই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু যদি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তবে ভক্তগণও উন্মত্ত হইলেন, তাঁহারা উপরিউক্ত চারিজন হাতে তালি দিয়া এই পদ গাহিতে লাগিলেন :—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

প্রভুর সঙ্গে সহস্র সহস্র লোক পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তাহারা কলরব করিতেছিল। আবার প্রভুর প্রেমভাব ও নৃত্য দেখিয়া সেই কলরব শতগুণ বৃদ্ধি হইল।

এই যে অদ্যকার কাণ্ড বর্ণনা করিতেছি, ইহা হইবার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ প্রভুর আগমনাবধি কাশীধামে লোকের মন কর্ষিত হইতেছিল। সেখানকার আধ্যাত্মিক রাজ্যের নেতাগণ ভক্তি মানেন না। তাঁহারা জানেন, বেদাভ্যাস, যোগসাধন প্রভৃতি বড়লোকের ধর্ম্ম। তাই যাহারা বড়লোক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা সেইরূপ সাধন ভজন করেন। শ্রীভগবদ্ভক্তি বলিয়া যে বস্তু উহার নাম মাত্র শুনিয়াছেন, উহা ব্যাপার কি তাহা জানেন না। এরূপ ভক্তিবিমুখ স্থানে হঠাৎ ভক্তিবীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইবে না, কি অঙ্কুরিত হইলে তাহা টিকিবে না, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা প্রভু জানিতেন। আর প্রভুর কৃপায় এখন তাঁহার ভক্তগণ উহা বেশ জানিয়াছেন। তাই বোধ হয় প্রভু পূর্ব্বে কাহারও সহিত মিশেন নাই।

কিন্তু যদিও তিনি কাহারও সহিত ঘনিষ্ট সঙ্গ করেন নাই, তবু শুদ্ধ তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নগরে ভক্তির তরঙ্গ উদয় হইয়াছে। তাঁহার দূর দর্শনে, হাব ভাব কটাক্ষে, তাঁহার ভক্তগণের চরিত্রে, নগরে একটী কলরব হইয়াছে যে, একটী অমানুষিক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। কেহ বলিতে লাগিলেন যে, ইনি বড় মহাজন, কেহ বলিতেছেন ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলায় এই একটী অদ্ভুত ঘটনা বরাবর লক্ষিত হয়। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত হইতেন, সেখানে তখনই শ্রীভগবান আসিতেছেন কি আসিয়াছেন এইরূপ লোকের মনে উদয় হইত। শ্রীনবদ্বীপে তাঁহার প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দক্ষিণ দেশে যখন যেখানে যাইতেন, ঐরূপ লোকের মনের ভাব

হইত। যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন সেখানে জনরব হয় যে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন। বারাণসীতেও ঠিক সেইরূপ লোকের মনে উদয় হইয়াছিল যে, সেই নগরে কি একটা বৃহৎ কাণ্ড ঘটিবে তাহার উদ্যোগ হইতেছে। তাহার পরে যখন সন্ন্যাসী সভায় প্রভু জয়লাভ করিয়া আইলেন, তখন সমুদায় বারাণসী প্রভুকে লইয়া উন্মত্ত হইল।

এইরূপ যখন সর্ব্বসাধারণের মনের ভাব, যখন কাশীবাসিগণের মন কর্ষিত করা হইল, তখন ভক্তিবীজ রোপণ করিবার সময় হইল, আর তাই প্রভু উহা করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। তাই প্রকাশানন্দের সহিত মিলিলেন।

প্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যে নৃত্য আরম্ভ করিলেন অমনি তরঙ্গ উঠিল, সেই তরঙ্গে প্রথমে ভক্তগণ, পরে দর্শক লক্ষ লোকে প্লাবিত হইলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন এ কথা মুখে মুখে নগরময় হইয়া গেল। সহস্র সহস্র লোক নৃত্য দেখিতে আসিল, ও সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রভু নৃত্যকালে মুখে হরি হরি ধ্বনি করিতে-ছিলেন। আর সহস্র সহস্র লোকে গগন ভেদ করিয়া সেই সঙ্গে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ইহাতে অতিশয় কলরব হইল। প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন চিন্তা করিতেছেন কৃষ্ণচৈতন্য বস্তুটি কি, তখন তিনি এই কলরব শুনিতে পাইলেন। এমন সময় একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সভায় সংবাদ দিল যে, কৃষ্ণচৈতন্য নৃত্য করিতেছেন, আর তাহাই দেখিয়া লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে।

এই কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী ব্যগ্র হইয়া সভা সমেত উঠিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিতে ধাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বচন শুনিয়াছেন, রূপও দর্শন করিয়াছেন, ও তাঁহার নয়নবাণের শক্তিও অনুভব করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার প্রেমভাব কি নৃত্য কখনও দর্শন করেন নাই। আজ বিধি সেই শুভদিন মিলাইয়া দিলেন। যে নৃত্য দর্শনে সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিগলিত হইয়াছেন, আজ সেই শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন করিতে যাইতেছেন! জগৎমান্য, গম্ভীরপ্রকৃতি, বিজ্ঞোত্তম, জ্ঞানময়, কৌপীনধারী সন্ন্যাসীঠাকুর ধৈর্য্যহারা হইয়া, বালকের মত, দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিয়া, নৃত্য দেখিতে দৌড়িলেন।

প্রকৃত কথা কি শ্রবণ করুন। সরস্বতী তখন ভিতরে বাহিরে কেবল গৌরময় দেখিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি প্রভুর নিকটে গমন করেন, সেখানে উপবেশন করেন, কি তাঁহার কথা শুনেন, অন্ততঃ একবার উকি মারিয়া মুখখানি দেখিয়া আইসেন, কিন্তু প্রভুর সহিত মিলন হইতেছে না। প্রভু আইসেন না, তিনিও যাইতে পারেন না। তিনি কাশীর কর্ত্তব্যে রাজা, ভারতের সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসী। তিনি এখন চঞ্চল বালকের ন্যায় বালক—চৈতন্যকে দেখিতে যাইবেন ইহা কিরূপে হয়? "দারুণ কুলের দায়," তাই উহা পারিতেছেন না। এখন একটী সুযোগ পাইলেন, আর অমনি দৌড়িলেন।

তাঁহাকে ও তাঁহার সভাসদ্গণকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নৃত্যকারী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রকাশানন্দ যাইয়া কিরূপ দেখিলেন তাহা তাঁহার নিজ কৃত শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন, সে শ্লোকটি এই —

শ্লোক।

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডৌ-প্রকাণ্ডৌ
বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং।
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরি হরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ-
র্ব্বন্দেতং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্ট চৈতন্য চন্দ্রং॥

অস্যার্থ।

"যিনি নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে করচরণকে আস্ফালন করাইতেছেন, যিনি স্বর্ণদণ্ড সদৃশ বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধ করিয়া আপনার শরীরকে তরঙ্গায়মান করিতেছেন, এবং যিনি উন্মত্তের ন্যায় হরি হরি এই আনন্দজনক ধ্বনি দ্বারা জগতের অশুভ ধ্বংস করিতেছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ অতুল রসমুগ্ধ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে বন্দনা করি।"

প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুকে দেখিতেছেন যেন সোণার পুত্তলি ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছে। প্রেমে অঙ্গ গলিয়া পড়িতেছে। আনন্দে চন্দ্রমুখ প্রফুল্লিত হইয়াছে। কমললোচন দিয়া পিচকারীর ন্যায় ধারা ছুটিতেছে ও সেই নয়নের জল দ্বারা চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদায় লোকের অঙ্গ বিধৌত হইতেছে। সরস্বতীর সম্মুখে এক অপরূপ অনির্ব্বচনীয় ছবি দর্শন করিলেন। দর্শনে প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, বোধ হইল যেন অল্প মূচ্ছিত হইলেন।

পরে একটু সম্বিৎ পাইয়া তিনি কোথায়, কি দেখিতেছেন, ইহা অনুভব করিলেন। এইরূপ একটু নৃত্য মাধুরী দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, ও বহুকাল পরে নয়ন হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ধারা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

বিজ্ঞ লোকের পক্ষে নয়নবারি নিক্ষেপ বড় লজ্জার কথা, তাঁহার পক্ষে ত বটেই। সেই শত সহস্র লোক মধ্যে সরস্বতী রোদন করিবেন, ইহা কিরূপে হইবে? কিন্তু দুর্ব্বার নয়নধারা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। আনন্দধারার সৃষ্টি হইল ও উহা মুখ বুক বহিয়া পড়িতে লাগিল। ধারা পড়িতে পড়িতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল, তখন দেখিতেছেন কিনা যেন একটি তেজমণ্ডিত স্বর্ণের পুত্তলি নৃত্য

করিতেছে। হয় জ্ঞান হইতে ভক্তি নতুবা ভক্তি হইতে জ্ঞান হয়, সরস্বতীর ভক্তি হইতে জ্ঞান হইল। তখন দেখিলেন যে, যে নবীন সন্ন্যাসীটী নৃত্য করিতেছেন, তিনি সন্ন্যাসী নন, স্বয়ং শ্রীহরি, সন্ন্যাসীবেশ ধরিয়া লোকের নিকট লুকাইয়া আছেন। সরস্বতী প্রভুকে চিনিতে পারিলেন! বুঝিলেন যে শ্রীহরি কপট সন্ন্যাসী রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তিনি তখন কিরূপ দেখিতেছেন* তাহাও তাঁহার নিজ কৃত আর একটী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই—

প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ।
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটীঃ প্রহসনং।
বমন্তং মাধুর্য্যৈরমৃত নিধিকোটীরিবতনু
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরি মহহ্ সন্ন্যাস কপটং ॥১২॥

অস্থার্থ—যিনি কোটী নব মেঘ সদৃশ অশ্রুধারা পূর্ণ নয়নযুগল ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রেম সম্পত্তি দ্বারা কোটী বৈকুণ্ঠাদি অবজ্ঞা করাইতেছেন এবং যিনি অঙ্গলাবণ্য ও মাধুর্য্য দ্বারা কোটী অমৃতসিন্ধু উদ্গার করিতেছেন,অহো! আমি সেই সন্ন্যাস কপটগ্রাহী শ্রীহরিকে বন্দনা করি।

সরস্বতীর নয়নধারা বহিতেছে, আর অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে। দেখিতেছেন জগত একেবারে সুখময়। দুঃখের লেশ মাত্র জগতে নাই। অন্তরে এত আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে যে, বৈকুণ্ঠ গমন তুচ্ছ বোধ হইতেছে। গৌরাঙ্গের রূপ চুমকে চুমকে পান করিতেছেন। আর যেন ক্রমে উন্মত্ত হইতেছেন।

নয়নের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। ইচ্ছা করিতেছে, ধরিয়া আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সেইরূপ অভিনয় করিতেছেন।

তখন তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভুতে লীন হইয়া গেল। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার পদ সেইরূপ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রভুর অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইতেছে, তাঁহারও সেইরূপ হইতে লাগিল।

সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া কিরূপ মুগ্ধ হয়েন তাহা তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা দৃষ্টে আমি এই গীতটি করিয়া দিলাম, যথা—

প্রেমে বিবশিত অঙ্গ, কি ক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ,
নাচিলেন কটি দোলাইয়া।
কি ক্ষণে ও নয়নে, চাহিলেন মোর পানে,
অঙ্গ মোর উঠিল কাঁপিয়া॥
আহা আহা মরি মরি, হরি হরি বোল বলি,
গলিয়া গলিয়া যেন পড়ে।
কঠিন হইয়া ছিনু, নিবারিতে না পারিনু,
প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে॥
হাম চির কুলবালা, নাহি জানি প্রেমজ্বালা,
আজ একি দায় হ'ল মোরে।
যাহা ছিল সব নিল, কিছু আর না রহিল,
নিয়ে গেল কুলের বাহিরে॥
নিরমল কুলখানি, সন্ন্যাসীর শিরোমণি,
কলঙ্ক ভরিল ত্রিজগতে।
বলরাম বলে শুন, সন্ন্যাসে কি প্রয়োজন,
পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রীতে॥

প্রভু দুই বাহু তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহ্য জ্ঞান মাত্র নাই। লোকে যে কলরব করিতেছে তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। প্রকাশা-

নন্দ যে আসিয়াছেন, আর তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তাহাও প্রভু জানেন না।

লোকের অতিশয় কলরবে পরিশেষে প্রভুর চৈতন্য হইল ও তখনি নৃত্য সম্বরণ করিলেন। দেখেন, প্রকাশানন্দ সম্মুখে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে তাঁহার নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দকে দেখিয়া লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তখনি প্রকাশানন্দ প্রভুর দুটি পদ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আস্তে ব্যস্তে প্রকাশানন্দকে উঠাইলেন। উঠাইয়া কহিলেন, হে শ্রীপাদ! কেন আমাকে অপরাধী করেন? আপনি জগদ্‌গুরু, আমি আপনার শিষ্যের উপযুক্ত নহি। অবশ্য আপনার কাছে ছোট বড় সমান, আর লোক শিক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু আপনার এই কার্য্যে আমি বড় ক্লেশ পাইলাম।

প্রভু যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন ইহা সরস্বতী জানিতে পারিলে করিতে দিতেন না। তাঁহার মনোমধ্যে প্রতীত হইয়াছে যে, প্রভু স্বয়ং তিনি। এমন বস্তুকে তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিতেন না। প্রকাশানন্দ অত্যন্ত অভিমানী, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহার আর অভিমান হইত না, প্রকাশানন্দ বলিলেন, শ্রীভগবান! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন ধরিলাম তাহার শাস্ত্র আপনাকে বলিতেছি। যথা শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে—

সবৈ ভগবতঃ শ্রীমৎ পাদস্পর্শ হতাশুভাঃ।
ভেজে সর্পবপু হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥

পূর্ব্বে আমি আপনার নিন্দা করিয়া আপনার চরণে অপরাধী হইয়াছি কিন্তু শাস্ত্রে জানি যে, ভগবানেতে অপরাধ ভগবানের চরণ

স্পর্শ করিলেই ক্ষয় হয়। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিলাম, এক্ষণে আমাকে কৃপা করুন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, শ্রীবিষ্ণু! শ্রীপাদ বলেন কি? আমি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান বোধ করেন, ইহাতে আমারও অপরাধ আপনারও অপরাধ! আমি ভগবানের দাস বই নহি। এরূপ বাক্য আর মুখে আনিবেন না।

সরস্বতী বলিলেন, আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। কিন্তু যদি আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া পরিচয় দেন, তবু আমি পাষণ্ড, আপনি ভক্ত, আমার পূজ্য, আপনার কৃপা পাইলে আমি কৃতার্থ হই।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু উঠিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। যেরূপ কথা হইতে লাগিল উহা বহুলোকের শুনিবার উপযুক্ত নয় বলিয়া প্রভু শীঘ্র করিয়া উঠিলেন; প্রকাশানন্দও তখন ধীরে ধীরে বাসায় গমন করিলেন।

সরস্বতীর পুনর্জ্জন্ম

জীব দুই রূপে বিভক্ত করা যায়, যাঁহারা পরকাল মানেন, ও যাঁহারা মুখে বলেন পরকাল মানেন না। যাঁহারা পরকাল মানেন তাঁহারা সকলে পাঁচটি রসের, কি তাহার একটি কি কতকটীর, আশ্রয় করিয়া মহাপথের "সম্বল" করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি রস যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

শান্ত কাহারা, না যাঁহাদের হৃদয়ে উদ্বেগ নাই। তাঁহারা নানা রূপ সাধনে আপনার আত্মাকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজের, অপর কাহারো বস্তু নন। যতগুলি ইন্দ্রিয় ও বাসনাতে মনকে দুঃখ দিতে সক্ষম, সে গুলি তাঁহারা উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও বাসনা হইতে যে সুখোৎপত্তি তাহাতে যদিও বঞ্চিত থাকেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বাসনাজনিত দুঃখ হইতেও অব্যাহতি পান। শান্ত রস আশ্রয় করিয়া যে যে সম্প্রদায় সাধন করেন, তাঁহাদের কাহারো কাহারো নাম উল্লেখ করিতেছি, যথা—বৌদ্ধ, যোগী ইত্যাদি। তাঁহারা নানা কথা বলেন, যথা—শ্রীভগবানও যে, আমিও সে; কেহ বলেন, শ্রীভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাকে ভাল কি মন্দ করিতে পারেন না, আমি নিজেই আমার ভাল মন্দের কর্ত্তা, অর্থাৎ আমি আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিব। কাযেই ইহারা স্বভাবতঃ ভগবদ্ভক্তিকে তত শ্রদ্ধা করেন না।

যাঁহারা দাস্য রসের সাধনা করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ বস্তু ভাবনা করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট

আধ্যাত্মিক কি বিষয় ঘটিত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যথা—"হে আমার সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, আমি দরিদ্র ও অক্ষম, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ইহা দাও।" এই প্রার্থনা তাঁহাদের সাধনা। এই দাস্য রস দ্বারা হিন্দুগণের মধ্যে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ সাধনা করিয়া থাকেন। দাস্য রস ও ভগবদ্ভক্তি এক জাতীয় বস্তু। যাঁহারা দেবীকে মা, মা বলিয়া ও শঙ্করকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাদেরও ভজন দাস্য ভক্তির অনুগত। দাস্যের পরে যে আর তিনটি রস,—যথা সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—ইহা ভক্তির বাহিরে, ইহা প্রেমের অন্তর্গত। এই রস ভগবদ্ভক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীভগবানকে আত্মীয় জ্ঞান ব্যতীত তাঁহাকে সখা, পতি, কি পুত্র বলা যায় না। শ্রীভগবান্ ঐশ্বর্য্যময়, এই জ্ঞান থাকিতে এইরূপ আত্মীয়তা হয় না। এই তিনটি রস দ্বারা বৈষ্ণবগণ সাধনা করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত এই রস অন্য কোন ধর্ম্মে নাই।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ ভাবে ভজনা করা মনুষ্যের অসাধ্য, অতএব যাঁহারা এ সব কথা বলেন, তাঁহারা কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় করেন। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিচার করেন নাই। সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ বলা যায় না, ইহা সত্য ও বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন। তবে তাঁহারা এ সমুদায় রস গোপী অনুগত হইয়া পুষ্টি করেন। সে কিরূপ, না, বৈষ্ণব আপনি শ্রীভগবানকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবেন না, তবে যশোমতীর দ্বারা সম্বোধন করাইবেন। তিনি আপনি শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ কি বন্ধু বলিয়া ডাকিবেন না, কিন্তু শ্রীমতীর দ্বারা ডাকাইবেন। যথা গোপী অনুগত শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন শ্রবণ করুন—

বঁধু কি আর বলিব আমি!
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
অনেক পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঞি সে পরাণে মরি॥
বড় শুভক্ষণে তোমা হেন ধনে
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি॥
গুরু গরবেতে তারা বলে কত
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে গোকুল নগরে
দুকুলে হইল হাসি॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের চূড়ামণি হয়ে
সদা অন্তরেতে থাক॥

এই যে উপরে শ্রীভগবানকে অতি মধুর সম্বোধন, ইহা চিত্তকে আনন্দে পরিপ্লুত করে। কিন্তু কোন্ জীব শ্রীভগবানকে এরূপ সম্বোধন করিবার শক্তি ধরেন? যদি কোন জীব শ্রীভগবানকে এরূপ সম্বোধন করেন তবে তিনি হয় দাম্ভিক, নয় বাতুল। তাই বৈষ্ণবগণ শ্রীমতী রাধার দ্বারা শ্রীভগবানকে এরূপ নিবেদন করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ বাসায় আইলেন। তিনি ছিলেন এক প্রকার, দুই তিন দিবস মধ্যে তাহার ঠিক বিপরীত হইলেন। পূর্ব্বে ছিলেন মায়াবাদী সন্ন্যাসী, এখন হইলেন কুলটা প্রেম-পাগলিনী। কয়েক দিনের মধ্যে ভজন পথের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় আসিয়াছেন। পূর্ব্বে ছিলেন তেজস্কর স্বাধীন পুরুষ, এখন হইলেন যেন প্রেম-ভিখারিণী অবলা। সৌভাগ্যের মধ্যে তাঁহার মনের মধ্যে যে সমুদায় ভাব তরঙ্গের খেলা খেলিয়াছিল তাহা তিনি, জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, তাঁহার নিজ গ্রন্থে অতি জীবন্ত রূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে প্রকাশানন্দ অনুভব করিলেন তিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন তাঁহার হৃদয়ে মলা মাত্র নাই, উহা পবিত্র হইয়া গিয়াছে। ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলেন। ফল কথা, পাপ দুই প্রকারে ধ্বংস করা যায়, এক অনুতাপ দ্বারা দগ্ধ করিয়া, আর এক ভগবৎ প্রেম ও ভক্তি দ্বারা ধৌত কি গুণ পরিবর্ত্তিত করিয়া। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কেহ পবিত্র হয়েন, কেহ তাঁহার পাপরূপ যে অঙ্গার, তাহাকে একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা অগ্নি করিয়া থাকেন।

এইরূপ অন্তরের অতি কুপ্রবৃত্তি ভক্তি কর্ত্তৃক সিঞ্চিত হইলে উহা সুন্দর আকার ধরে। সে কুপ্রবৃত্তি মহা উপকারী ও প্রার্থনীয় বস্তু হয়। পারদে গন্ধক মিশাইলে উহা কজ্জলী হয়। সেইরূপ পাপকে ভক্তির শক্তিতে মহা উপকারী কোন বস্তুরূপে পরিণত করা যাইতে পারে।

যাঁহারা অনুতাপানলে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ করেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে বিচারপতি ভাবে ভজনা করেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি অর্পণ দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে স্পর্শমণি, কি নির্ম্মলকারী কোন বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

প্রকাশানন্দ তাঁহার গ্রন্থে, চৈতন্যচন্দ্রামৃতের প্রথম শ্লোকে, শ্রীভগবানকে বন্দনা করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সতত পরমাবিষ্ট এবাত্য ধর্ম্মে,
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং স্বষ্টিষু কাপিনোসন্,
যদ্দত্ত শ্রীহরিরসস্বধাস্বাদুমত্তঃ প্রনৃত্য-
তুচ্চৈগায়ত্যথ বিলুণ্ঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশং॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা অধর্ম্মে আবিষ্ট, যে কখন পাপপুঞ্জ নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন রচিত স্থানে গমন করে নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-সুধার আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে নমস্কার।"

আবার বলিতেছেন, যথা ৭৬ শ্লোকে—"অতি পাতকী, নীচজাতি দুরাত্মা, দুষ্কর্ম্মশালী, চণ্ডাল, সতত দুর্ব্বাসনা রত, কুস্থান জাত, কুদেশবাসী অর্থাৎ কুসংসর্গী ইত্যাদি সমস্ত নষ্ট ব্যক্তিদিগকে যিনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীগৌরহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।"

আবার ১১১ শ্লোকে—"অকস্মাৎ সহৃদয় শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলে যাহাদিগের যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, সদাচার প্রভৃতি কিছু মাত্র ছিল না, পাপকর্ম্মের নিবৃত্তির কথা আর কি বলিব, এই সংসারে তাঁহারাও হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ-শিরোভূষণ প্রেমানন্দ লাভ করিতেছেন, যাহা আর কোন অবতারে হয় নাই।"

সরস্বতী বলিতেছেন যে, এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক জীবগণ অনায়াসে উদ্ধার হইতেছে। কিরূপে এরূপ মহাপাপ পবিত্রীকৃত হইতেছে, না, যথা চতুর্থ শ্লোক—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা-
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ
শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুং॥

অর্থাৎ,—"যিনি একমাত্র দৃষ্ট, আলিঙ্গিত, বা কীর্ত্তিত অথবা রূপ-লাবণ্যাদি দ্বারা বশীভূত হইলে কিংবা দূরস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত বা আদৃত হইলেই প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই পরম দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।"

সরস্বতী ভাবিতেছেন, তিনি যে নিষ্পাপ হইয়াছেন, নির্ম্মল হইয়াছেন, অর্থাৎ শীতল হইয়াছেন, তাহার ত আর কোন কারণ নাই, কেবল প্রভু গৌরাঙ্গ তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া ছিলেন, আর একবার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। যদি এখানে কেহ বলেন যে, সরস্বতী কি পূর্ব্বে নির্ম্মল ছিলেন না? তাহার উত্তরে বলিব যে, না, যেহেতু তখন তাঁহার ঈর্ষা, ক্রোধ, নীচত্ব, অভিমান প্রভৃতি নানা দোষ অধিক পরিমাণে ছিল। এ সমুদায় থাকিতে পবিত্র হওয়া যায় না। এখন শীতল হইয়াছেন, জ্বালা মাত্র নাই, তাই বুঝিতেছেন যে নীরোগ অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়াছেন। যে রোগী ও যে সুস্থ সে আপনা আপনি বুঝিতে পারে।

পূর্ব্বরাগ উদয় হইবা মাত্র প্রথমেই কিরূপ বোধ হয় তাহা শ্রীমতীর উক্তি এই পদে ব্যক্ত। যথা—

সখি! বন্ধুয়া পরশমণি। ধ্রু।

সে অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোনার বরণ খানি।

অতএব পাপ মোচনের নিকৃষ্ট উপায় আত্মগ্লানি, উৎকৃষ্ট উপায় তাঁহার নাম কি গুণ সুধা রসে হৃদয়কে ধৌত কি সিক্ত করা।

এখানে সরস্বতী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এক অপরূপ সাক্ষী

দিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার এরূপ অমানুসিক শক্তি ছিল যে, তাঁহাকে শুদ্ধ দর্শনে, এমন কি দূর দর্শনে অতি যে মহাপাপী সেও নির্ম্মল হইত, এবং অতি উপাদেয় ব্রজের নিগূঢ় রস পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিত। এরূপ শক্তি কোন জীব কখন প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান বলিয়া পূজিত।

তাহার পরে সরস্বতী দেখিতেছেন যে, তাঁহার প্রকৃতি, রুচি, বিশ্বাস, ও জ্ঞান, সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কি হইয়াছে, না, যাহার উপর ঘৃণা তাহাতে রুচি, ও যাহাতে রুচি তাহার উপর ঘৃণা হইয়াছে। বিষম রুচি স্থলে বিষম ঘৃণা হইয়াছে। এখনকার তাঁহার মনের ভাব শ্রবণ করুন। যথা তাঁহার শ্লোক—

ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদন পরিফুল্লান্ জড়মতীন্
ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগ্বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূ-
ন্নকেষাঞ্চিল্লেশোপ্যহহ মিলিতো গৌর মধুনঃ॥

"আমি ব্রহ্ম—এই মাত্র তত্ত্ব জ্ঞানে প্রফুল্ল বদন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ধিক্, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকলে সর্ব্বদা আগ্রহযুক্ত ব্যক্তিগণকে ধিক্ উৎকট তপস্যাকারি ব্যক্তিদিগকে ধিক্ এবং যে সকল ব্যক্তি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে বশীভূত করিয়াছে সেই সকল সংযমিগণকেও ধিক্, অর্থাৎ এই সকল বিষয়রসে প্রমত্ত নরপশুগণ আমাদের শোচনীয়, যেহেতু ইহাদিগের মধ্যে কেহই শ্রীগৌর পদাম্ভোজের মধুলেশও প্রাপ্ত হয় নাই।"

যিনি যাহা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাহা যাহারা করে তাহাদিগকে তিনি এখন"নর-পশু" বলিতেছেন। এই শ্লোকে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করিতেছেন যে পূর্ব্বে তিনি নর-পশু ছিলেন। আবার বলিতেছেন, যথা ২৬ শ্লোক—

আস্তাং বৈরাগ্য কোটি র্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদি কোটি
স্তত্ত্বানুধ্যান কোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তি কোটিঃ।
কোট্যাংশো নস্যাত্তদপিগুণ গণোযঃ স্বতঃ সিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্র প্রিয়চরণনখজ্যোতিঃ রামোদ ভাজাং॥

"বৈরাগ্য কোটিতেই বা কি হইবে, শম দম ক্ষান্তি ও মৈত্র্যাদি অর্থাৎ শুচিত্বাদি কোটিতেই বা কি হইবে, নিরন্তর "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য বিষয়ক চিন্তা কোটিতেই বা কি হইবে, আর বিষ্ণু সম্বন্ধীয় ভক্তি কোটিতেই বা কি হইবে, শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্র প্রিয় ভক্তগণের চরণ নখ জ্যোতি দ্বারা হর্ষ প্রাপ্ত মানবদিগের যে স্বভাব সিদ্ধ গুণ সমূহ বর্ত্তমান আছে, তাহার কোট্যংশের একাংশও অন্তেতে নাই।"

যাঁহারা নিরাকার বাদী, শ্রীভগবানকে জ্যোতিঃস্বরূপ ভাবিয়া যোগ সাধন করেন, তাঁহাদের ফল ব্রহ্মানন্দ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছেন, তাঁহাদের ফল প্রেমানন্দ। সরস্বতী ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। যাহারা যোগ করেন তাঁহারা এই আনন্দ আস্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন প্রেমানন্দের আস্বাদ পাইয়া, সরস্বতী বলিতেছেন যে, প্রেমানন্দে যে হর্ষ আছে, ব্রহ্মানন্দে তাহার কোটী অংশের এক অংশও নাই।

সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে (সপ্তম শ্লোকে) অবতার শিরোমণি নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ। কপিল দেবও অবতার, যিনি জীবকে যোগ শিক্ষা দেন। কিন্তু ইঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যে মহৎ কার্য্য অর্থাৎ জীবকে প্রেম ভক্তি শিক্ষা দেওয়া, তাহা তুলনাই হয় না। জীব রক্ষার নিমিত্ত দৈত্য নাশ। যোগ শিক্ষা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, উহা দ্বারা জীব উন্নতি করিবে। কিন্তু প্রেম ধন যিনি দান করিলেন, তিনি জীবকে শ্রীভগবানের নিজ-জন

করিলেন। সে জীবের যোগের প্রয়োজন নাই, তাহার দৈত্যের কি অন্য ভয় নাই। যে ব্যক্তি ভগবৎ প্রেম পাইল সে শ্রীভগবানের নিজ-জন হইল, তাহার আর শ্রীরামের কি শ্রীনৃসিংহের দত্ত আশীর্ব্বাদে প্রয়োজন নাই।

সরস্বতী মনে বিচার করিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবশ্য সেই শ্রীহরি, সামান্য জীব নহেন। যে হেতু যাহার দর্শন মাত্রে মহাপাপী মহাপ্রেমী হয়, তিনি যে সামান্য জীব ইহা হইতে পারে না, তিনি অবশ্য সেই শ্রীভগবান।

কখন সরস্বতী ইহাও ভাবিতেছেন যে, তিনি না হয় মূর্খ, নির্ব্বোধ, কি মুগ্ধ, কিন্তু বাসুদেব সার্ব্বভৌম, যিনি ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, তিনি ত আর মূর্খ কি নির্ব্বোধ নহেন? সার্ব্বভৌম যখন শ্রীপ্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কপট বেশী শ্রীহরি, সামান্য জীব নহেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে জীবে কি সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা সরস্বতী ঠাকুর যিনি সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি নানাস্থানে বিচার করিয়াছেন। পাঠক মহাশয় এখানে আপনাকে একটী নিবেদন। যোগ ভাল, কি প্রভুর মত, অর্থাৎ ভক্তি ভাল, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু যোগ সাধন করা তোমার সাধ্যাতীত। সেখানে প্রভুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আর তোমার গতি কি আছে? যদি বল তিনি কে, তাঁহার পদে অবনত হইলে যদি আমার সর্ব্বনাশ হয়? কিন্তু সরস্বতীর ন্যায় মহাজন, যিনি যোগী, পরম জ্ঞানী, সন্ন্যাসীর শিরোমণি—তিনি যোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা করিতে পার।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে আমরা দর্শন করি নাই, তাঁহার সহিত সহবাস

করি নাই। কিন্তু তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত, অতএব তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি বিচারে অবশ্য লাভ আছে। অতএব সূক্ষ্মদর্শী সরস্বতী তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ বিচার করিয়াছেন তাহার পর্য্যালোচনা করিব। সরস্বতী বলিতেছেন, প্রভুর "প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় হেমদণ্ডের ন্যায়।" তাঁহার "হাস্য চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহর"; তাঁহার "কপোলদেশের প্রান্তভাগ মধুর মধুর হাস্য সমন্বয়"; তাঁহার "শ্রীমুখ প্রণয়াকুল"; তাঁহার "শ্রীমুখ ঈষৎ হাস্য শোভিত"; তাঁহার "স্নিগ্ধ দৃষ্টি" তাঁহার "করুণাসিন্ধু অঞ্জনপূর্ণ নেত্র"; তাঁহার "নয়ন পদ্ম হইতে নিঃসৃত মনোহর মুক্তাফল সদৃশ অশ্রুবিন্দু এবং উদ্গত রোমাঞ্চ দ্বারা অলঙ্কৃত শ্রীঅঙ্গ"; তাঁহার "মুখ-সৌন্দর্য্য কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুদৃশ্য", তিনি "প্রফুল্ল কনক কমলের কেশর অপেক্ষা মনোহর কান্তি ধারী"; যাহার "জপমালা শোভিত প্রেমে কম্পিত কর"; "তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি লাবণ্য দ্বারা কোটী অমৃত সমুদ্রকে উদ্ধার করিতেছেন"।

সরস্বতী প্রভুর ভাব কিরূপ বর্ণনা করিতেছেন, এখন শ্রবণ করুন। তিনি "করতলে বদর ফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ কপোল দেশ অর্পণ করিয়া নয়নজলে সম্মুখস্থ ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন"; তিনি "নয়ন-বারীধারায় পৃথ্বীতল পঙ্কিল করিতেছেন"; "যিনি নবীন মেঘ দেখিয়া উন্মত্ত হয়েন, ময়ূর চন্দ্রিকা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়েন, গুঞ্জবলী দর্শনে কম্পিত কলেবর হয়েন, যিনি শ্যাম কিশোর পুরুষ দর্শনে ব্যথিত হয়েন"।

সরস্বতী, প্রভুর রূপ ও গুণ চিন্তা করিতে করিতে যখন মনে একটি ভাবের উদয় হয়, অমনি উহা শ্লোকরূপে প্রকাশ করেন। কোন একদিন প্রভুর রূপ কি গুণ লিখিতে অপারগ হইলেন, হইয়া এই শ্লোকটী করিলেন, যথা ১০১ শ্লোক—

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজন সমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি
বাৎসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোসি কোটির্ম্মধুরিমনি সুধাক্ষীরমাধ্বীক কোটী
গৌরোদেবঃ সজীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটীঃ ॥১০১॥

"যিনি কোটী কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর, কোটী চন্দ্রের ন্যায় সকলের আহ্লাদ জনক, কোটী মাতৃ সদৃশ স্নেহবান, কোটী কল্পবৃক্ষ সদৃশ দাতা, কোটি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর স্বভাব, অমৃতের ন্যায় মধুর এবং কোটি কোটি বৈচিত্র্য প্রণয় রসের প্রদর্শক, সেই শ্রীগৌরদেব জয়যুক্ত হউন।"

সরস্বতীর তখন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। তিনি যাহা ছিলেন, এখন আর তাহা নাই। তাঁহার যে সমস্ত বিষয়ে রুচি ছিল তাহাতে অরুচি হইয়াছে,—কাশী নগরী পর্য্যন্ত। কাশীবাস আর বাসনা নাই। যে সমস্ত সঙ্গী ও শিষ্যগণকে সহচর ভাবিয়া শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন, তাহাদের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ রোধ হইয়া গিয়াছে। শিষ্যগণ পড়িতে আইলে পড়ান না, পলায়ন করেন। লোকে দেখিতে আইলে লুকাইয়া থাকেন, কি তাহাদের সহিত আলাপ করেন না। কাশীবাসিগণ তাঁহাকে কেহ শ্রদ্ধা করেন কি না সে বিষয়ে দৃক্পাত নাই।

এ যাবৎ বহুতর কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, আর অধিক নিশিতে শয়ন করেন, এ পর্য্যন্ত, নানা নিয়ম পালন বহুদিন হইতে করিয়া আসিয়াছেন, এখন সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। বেদ পাঠ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে সমস্ত বিধি পালন করিয়াছিলেন সে সকল নিয়ম পালন করিতে আর বিন্দু মাত্র ইচ্ছা হইতেছে না, তবে করিতেছেন কি, তাহা বলিতেছি, যেহেতু তাঁহার গ্রন্থে তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গ পরিষ্কার বর্ণনা করিয়াছেন।

করিতেছেন কি না, একটু একটু গীত গাইতেছেন, আর প্রভু যেমন

করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাই অনুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে চেতন হইতেছে, আর আপনার মনকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন। মনকে পাইতেছেন না। আর যে স্থানে তাঁহার মন ছিল, সে স্থানে দেখিতেছেন, সোণার বরণ নৃত্যকারী গৌরাঙ্গবিরাজ করি-তেছেন। আর সরস্বতী বলিতেছেন,—কি সুন্দর মুখশ্রী, কি মধুর নৃত্য!

তাঁহার কৃত আর একটী অদ্ভুত শ্লোক এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি লৌকিকী বৈদিকী যা,
যাবা লজ্জা প্রহসন সমুদ্গান নাট্যোৎসবেষু।
যেবাভুবন্নহহ সহজ প্রাণ দেহার্থ ধর্ম্মা,
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোপিমে তীব্রবীর্য্যঃ ॥৬০॥

অস্যার্থ।

"অতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর আসিয়া আমার নিষ্ঠা প্রাপ্ত লৌকিকী, আর বৈদিকী যে ব্যবহার শ্রেণী, আর প্রহসন উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন নাট্যাদি বিষয়ক যে লজ্জা, আর প্রাণ ও দেহের কারণ স্বরূপ যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই সমস্ত অপহরণ করিল।"

এখন দেখুন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও সামান্য প্রেম এক জাতীয় দ্রব্য। কুলটাগণ কাহারো প্রেমে আবদ্ধ হইয়া কুল, শীল, স্বামী, সন্তান সমুদায় বর্জ্জন করে। তাহারা অবশ্য কুল রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সরস্বতীর ঠিক সেই দশা হইয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রভু তাঁহার চিত্ত অপহরণ করিতেছেন।

তিনি যে জপ, তপ, প্রাণায়াম প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম করিতেন, তাহা গিয়াছে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দেহ ধর্ম্ম গিয়াছে, নৃত্য গীত প্রভৃতিতে যে ঘৃণা তাহা গিয়াছে। কেন না, একজন বলবন্ত গৌরবর্ণ চোর তাহা সমুদায় হরণ করিয়া লইয়াছেন!

প্রকাশানন্দ ভাবিতেছেন, ঐ নবীন সন্ন্যাসী কি শক্তিধর পুরুষ! হে প্রকাশানন্দ! তুমি না বড় তেজস্কর পুরুষ ছিলে? একটি গৌরবর্ণ যুবা আসিয়া তোমার দশা কি করিল? ইহাই বলিয়া হো হো করিয়া পাগলের ন্যায় হাস্য করিয়া উঠিলেন।

আমি প্রকাশানন্দ, আমি নৃত্য করিতেছি, আমার লজ্জা হইতেছে না? হে গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, আমি এমন গম্ভীর অটল ছিলাম, আমাকে পাগল করিলে? আমার নৃত্য দেখিয়া কাশীবাসিগণ আমাকে কি বলিবে? ছি! তুমি আমাকে লজ্জা দিবে না কি!

রজনীযোগে প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া প্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভু বাহু পসারিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন। ধরিয়া দুজনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে প্রকাশানন্দের হৃদয় প্রভু একবারে অধিকার করিলেন। প্রকাশানন্দ-সরস্বতী চেতন পাইলে আবার চরণে পড়িলেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, জীবের এইরূপ পদেপদে বিপদ, এ সময় যদি তুমি এইরূপ করুণা না করিবে তবে তোমার জীবের আর কি উপায় আছে? প্রভু, এখন আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন।

প্রভু বলিলেন, তুমি বৃন্দাবন যাও, সেই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান।

ইহাতে প্রকাশানন্দ কাতর হইয়া বলিলেন, প্রভু, আমি তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।

প্রকাশানন্দ তাঁহার মনের ভাব যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিয়া আমি এই গানটী করিয়াছিলাম—

কি হলো কি হলো প্রাণনাথ একি করিলে! ধ্রু।
চিত্ত হরে নিলে, বাউল করিলে,
এখন তুমি আমায় ফেলি চলিলে॥

ছিলাম প্রবীণ, অটল গম্ভীর,
টলিত না মন কোনকালে।
নাথ, করিলে কি কাজ, গেল ভয় লাজ
বালকের মত চপল করিলে ॥
সংসার বন্ধন, করিয়া ছেদন,
সকল তেজে সন্ন্যাসী হইলাম।
আমি, কাটিলাম বন্ধন, একি বিড়ম্বন,
আবার তুমি প্রেম-ফাঁদে ফেলিলে ॥

প্রভু অনেক প্রবোধ দিলেন। পরিশেষে বলিলেন যে, বৃন্দাবনেই আমাকে তুমি দর্শন করিতে পারিবে।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, প্রভু, তুমি ত আমাকে বৃথা প্রবোধ দিতেছ না?

প্রভু কহিলেন, সত্যই স্মরণ করিলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।

সরস্বতী কহিলেন, আপনার প্রবোধে আমি আনন্দিত হইলাম।

প্রভু কহিলেন, এই আনন্দ তোমার ক্রমে বর্দ্ধন হইতে থাকুক, আর অদ্যাবধি তোমার নাম "প্রবোধানন্দ" হইল।

প্রভু এক পথে নীলাচল প্রত্যাগমন করিলেন, প্রকাশানন্দ অন্য পথে বৃন্দাবন গমন করিলেন।

পূর্ব্বে যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তবু প্রবোধানন্দ দশ সহস্র শিষ্য সহিত সহবাস ও জগতের পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ, তর্ক বিচার করিতেন। এখন অন্য এক আকার ধরিলেন। এখন বৃন্দাবনে নন্দকূপে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রে মহাপ্রভুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, মূঢ় জনেই কাশীত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করে। এখন আপনিই কাশীত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বে ভক্তি ও প্রেমধর্ম্ম কাপুরুষের আশ্রয় ভাবিতেন। এখন অন্য ধ্যান, অন্য চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া কেবল

শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই হৃদয়ের তরঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির দ্বারা জীবগণ এই কয়েকটী মহা উপকার পাইতেছে। আমরা প্রকাশানন্দের ন্যায় সূক্ষ্ম ও দূরদর্শীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু কিরূপ বস্তু ছিলেন জানিতে পারিতেছি। মান থাকে যেন, যে মহাপ্রভু সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, ইহা তাঁহার শক্রচক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া লেখা।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীভগবানের অবতার মানিতে লোকে সহজে পারে না। প্রকাশানন্দের কাহিনী শ্রবণে অবতারে বিশ্বাস সুলভ হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ইহা আমরা জানিতেছি যে, প্রকাশানন্দের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী, যিনি চিরদিন প্রেম ও ভক্তিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি প্রেম ও ভক্তির আস্বাদ করিয়া, পূর্ব্বে যে ব্রহ্মানন্দ (অর্থাৎ যোগ হইতে যে আনন্দ উত্থিত হয়) ভোগ করিতেন, তাঁহাকে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সে পর্য্যন্তই জ্ঞান যোগে শ্রদ্ধা থাকে, যে পর্য্যন্ত তুলসী ও চন্দনের গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ না করে। অর্থাৎ অহেতুক ভক্তির সুধা যিনি পান করিয়াছেন তিনি আর জ্ঞান যোগে মুগ্ধ হয়েন না।

কথা এই—অনেক যোগী আপনাদিগের ভাগ্য ভক্তের ভাগ্য অপেক্ষা বড় ভাবেন। ভাবেন যে, যে সামান্য ভক্ত তাহার কোন অলৌকিক শক্তি নাই, তাহার অপেক্ষা যাহার মস্তকে পীপিড়ার ঢিবি হইয়াছে সেই বড় লোক। কিন্তু সরস্বতী শেষোক্ত পদ্ধতি ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিলেন, করিয়া ভক্তের যে প্রেমানন্দ তাহাই লইলেন।

সুখের শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া প্রবোধানন্দ নন্দকূপে বাস স্থির করিলেন। তখন সেখানে প্রভুর গণ প্রায় কেহই ছিলেন না। তখন রূপ সনাতন গমন করেন নাই, তবে লোকনাথ, ভূগর্ভ, আর একজন, সুবুদ্ধি রায় (যিনি পূর্ব্বে গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন), গিয়াছেন বটে।

অবশ্য প্রবোধানন্দের, তাঁহার শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ভট্টের উপর আর তখন ক্রোধ নাই। গোপাল ভট্ট শ্রীবৃন্দাবনে আসিবেন ইহা প্রভুর আজ্ঞা আছে। যখন প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ কালীন বেঙ্কটভট্ট গোষ্ঠীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পুত্র বালক গোপাল সঙ্গে আসিতে চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, তুমি এখন পিতা মাতার সেবা কর। তাঁহাদের অন্তর্ধানে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিও। ইহাই বলিয়া গোপালকে শক্তি সঞ্চার করিয়া গেলেন, গোপাল অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। প্রভু অন্তর্যামি, তিনি জানিতেন, গোপাল দ্বারা জগতের বহু মঙ্গল হইবে, তাই তাহাকে শ্রীবৃন্দাবনে আসিতে আজ্ঞা করিলেন।

প্রবোধানন্দ বৃন্দাবনে, গোপাল তাহার বাড়ী রঙ্গপত্তনে। সরস্বতী ভজন করিতেছেন, গোপাল পিতা মাতার সেবা করিতেছেন। এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ গত হইলে, গোপাল পিতৃ মাতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহার মনের ইচ্ছা যে ঐ পথে অমনি নীলাচলে প্রভুর ওখানে যাইবেন। কিন্তু সেখানে যাইতে আজ্ঞা নাই, তাই যাইতে পারিলেন না। আবদ্ধ গোবৎস ছাড়িয়া দিলে যেমন মাতার নিকট দৌড় মারে, গোপাল সেইরূপ বৃন্দাবন পথে ছুটিলেন। পথ শ্রান্তি

বোধ নাই, ক্ষুধা পিপাসা নাই, নিদ্রার ইচ্ছা নাই। গোপাল অচেতন, দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া চলিয়াছেন। দেহ রক্ষার নিমিত্ত আহার নিদ্রার প্রয়োজন, তাহাও এক প্রকার হইতেছে। যে হেতু শ্রীভগবান তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছেন, তিনি ধ্রুবের পশ্চাতে ছিলেন, গোপালের পশ্চাতে কেন থাকিবেন না? তাহার পরে গীতায় তিনি বলিয়াছিলেন, যে আমার উপর নির্ভর করিয়া আহার চেষ্টা না করে, তাহার অন্ন আমি মস্তকে বহন করিয়া দিয়া থাকি। তাই শ্রীভগবান গোপালকে পথে অন্ন দিতেছেন, কিরূপে না অন্য লোক দ্বারা। গোপালের ভাব দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সেবা করিতেছে। গোপালের মুখে "প্রভু" আর "বৃন্দাবন" এই দুই শব্দ। তাঁহার ধারার বিরাম নাই। কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, কখন দ্রুত গমন করিতেছেন। গোপাল বুঝিতেছেন যে, তিনি একাকী নয়, তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত শ্রীভগবান চলিয়াছেন।

পরিশেষে গোপাল শ্রীবৃন্দাবনে আইলেন।

যখন ভূগর্ভ ও লোকনাথ ১৪৩১ শকে প্রভুর আজ্ঞা ক্রমে বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন উহা জঙ্গলময় ও বন্য পশুর বাসস্থান ছিল। তাহার পরে প্রবোধানন্দ গিয়াছেন, তাহার পরে রূপ সনাতন। ক্রমে একে একে এইরূপ প্রভুর করঙ্গ কান্থাধারী কাঙ্গাল ভক্তগণ যাইয়া বৃন্দাবনকে তখন আর একরূপ করিয়া ফেলিয়াছেন। বৃন্দাবনে তখন যে সমুদায় প্রভুর গণ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের ন্যায় ভক্ত ও বিরাগী জগতে কখন কেহ দেখেন নাই।

এই যে বৃন্দাবনের এখনকার অবস্থা ইহা কেবল আমাদের প্রভু শচীনন্দন, শ্রীনিমাই চন্দ্রের কৃপায় হইয়াছে। বৃন্দাবন পূর্ব্বে গ্রন্থে ছিল মাত্র, আর একটি স্থান ছিল। কোথায় কোন্ লীলা স্থান, কেহ কিছু

জানিতেন না। কেবল এখানে সেখানে কতকগুলি অসভ্য লোক ব্যতীত ভদ্রলোক মাত্র সেখানে বাস করিতে পারিতেন না। এখন সেই বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেবের যে মন্দির হইল, উহার ন্যায় সুন্দর ও বৃহৎ ব্যাপার জগতে নাই। সেই বৃন্দাবনে শ্রীমন্দির করিতে কত শত কোটী মুদ্রা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। প্রভুর এই সমস্ত ভক্তগণ অল্প দিন মধ্যে ভারতবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। শ্রীরূপগোস্বামীকে আকবর বাদশাহ দর্শন করিতে আইলেন। সম্রাটের প্রধান অমাত্য রাজপুতানার রাজা তাঁহার শরণাগত হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি ১৪৩১ শকে লোকনাথ, ভূগর্ভ বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েন। এখন ১৪৫৪ শক, এই ২০।২২ বৎসরের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভক্তস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভক্তগণ নিজ নিজ কুটীরে, কি গোফায়, কি বৃক্ষতলায় বাস করেন। সকলেই প্রভুর সৃষ্টি। তাহার মধ্যে কে বড় কে ছোট কে বলিবে? কারণ সকলেই ভুবনপাবন শক্তি ধরেন, সকলেই সামান্য জীবের পরিমাণের বহির্গত। এই সমস্ত ভক্তগণ নিজ নিজ স্থানে কঠোর ভজন করেন। সেরূপ কঠোরব্রত জীবে কখন করিতে পারিত না, তবে ভক্তির বল বড় বল, তীর্থদর্শিগণ এইরূপ কুঞ্জে কুঞ্জে ভক্ত দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। ভক্তগণ ভজনে এরূপ বিব্রত যে, তাঁহাদের কথা কহিবার অবকাশ থাকিত না, প্রকৃতই তাই। এক মুহূর্ত্ত কাল যদি ব্যর্থ গেল তবে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তাই দেখিয়া দর্শকগণ কুঞ্জের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেন। আর কোন কথা বলিয়া কি আপনাদের আগমন গোচর করিয়া তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতেন না। যদি কেহ তাঁহা-দিগকে প্রণাম করিলেন তবে তাঁহারাও অমনি ফিরিয়া প্রণাম করিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেও কাহার সাহস হইত না।

যদি কোন স্বার্থপর লোক ভক্তগণের সুখ অসুখ বিচার না করিয়া,

তাঁহাদিগের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সহিত বৃথা বাচালতা করিতে বসিতেন, তবে ভক্তগণ কোন রূপে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। অতি বিনীত ভাবে সহাস্য মুখে তাহাদের সহিত আলাপ করিতে বসিতেন। কথা এই, তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ হইলেও তাঁহাদের ক্রোধ আসিত না, তাঁহাদের জীবে দয়া অসীম, তাঁহাদের হৃদয় শান্ত অথচ আনন্দে পূর্ণ। কাজেই একটী সামান্য বাচালে তাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল করিতে পারে না।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাধুকরী করিতেন, কেহ তাহাও নয়। যাঁহারা মাধুকরী করিতেন, তাঁহারা পাঁচ বাড়ী মাত্র পঞ্চ অঙ্গুলীতে যতটী ধরে ততটি অন্ন গ্রহণ করিতেন। এইরূপে কিছুকাল মাধুকরী করিয়া তাঁহারা পরে উহাও ছাড়িয়া দিতেন। তখন গীতায় যে শ্রীমুখের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে, "আমার উপর যে নির্ভর করিয়া থাকে তাহার অন্ন আমি আপন শিরে অবশ্য বহন করিয়া লইয়া যাই," সেই প্রতিজ্ঞার উপর বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

প্রথম লোকনাথ, ভূগর্ভ, তাহার পরে সরস্বতী ও তাহার পরে রূপ, সনাতন বৃন্দাবন যাইয়া বৈরাগ্যের সীমা দেখাইলেন। যাঁহাদের যোগ দ্বারা সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, যাঁহারা বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া দিবানিশি যাপন করিতেছেন, ক্রমে তাঁহাদের মাথায় পীপিলিকার নিড় প্রস্তুত হইয়া যাইতেছে, তাঁহাদের সুখ দুঃখ বোধ নাই, বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই যে ভক্তগণ, ইঁহারা ঠিক মনুষ্যের মত, ইঁহাদের সমুদায় ইন্দ্রিয় সতেজ রহিয়াছে, কেবল উহারা বশীভূত। ইঁহারা জগতের সহিত সম্বন্ধ লোপ করেন নাই, ইঁহারা দুঃখীর দুঃখে দুঃখিত। ইঁহারা বিপন্নগণকে পরামর্শ দেন, প্রশ্নের উত্তর দেন, ইঁহাদের পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। শারীরিক কুশলাদিতত্ত্ব লয়েন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ ইঁহাদের করায়ত্ত, আর চিত্ত শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লিপ্ত।

ইঁহারা যেমন অন্য মানুষ ঠিক তেমনি থাকেন, তবে অতি নির্দ্দোষ, গুণময় ও বাহ্য ও আন্তরিক পরম সৌন্দর্য্যতা লাভ করেন—তাঁহারা পবিত্র কৃত প্রেম ও ভক্তি রসে নিমগ্ন।

ইঁহারা প্রথমে এক বৃক্ষতলে দুই দিবস বাস করিতে অস্বীকৃত হইলেন, পাছে কোন বৃক্ষে মমতা জন্মায়। ইঁহারা অযাচক বসিয়া থাকিতে লাগিলেন, কেহ কিছু দিলে গ্রহণ করেন নতুবা উপবাস করেন। শীত কালে রজনীতে বৃষ্টি হইতেছে, বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। সম্বলের মধ্যে ছিঁড়া কাঁথা, আর শ্রীনাম জপ করিতেছেন; যাঁহাদের ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে তাঁহারা বৃক্ষকোটরে লুকাইয়া শীত ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু ক্রমে এই সমুদায় ভক্তগণ বৃদ্ধ ও পরিশেষে শিষ্যগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে লাগিলেন। তখন বহুতর লোকের অনুনয়ে, আর প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাতে সহানুভূতি আছে জানিয়া, পর্ণকুটীরে বাস করিতে সম্মত হইলেন।

ক্রমে ইঁহারা প্রচুর সম্পত্তিশালী হইলেন। কিরূপে তাহা বলিতেছি। তাঁহাদের মহিমা ভারতে প্রকাশ হওয়ায়, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে কোটী কোটী লোক আসিতে লাগিলেন। কোন ধনী কোন সাধুকে তাঁহার ঠাকুরের নিমিত্ত একটি মন্দির করিয়া দিলেন। সাধু স্বয়ং যেরূপ দরিদ্র সেইরূপই থাকিলেন, তবে তাঁহার ঠাকুর বড়লোক হইলেন। এইরূপ যখন বৃন্দাবনের অবস্থা, তখন গোপাল ভট্ট তথায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা সকলে নির্গ্রন্থ, অর্থাৎ কোন মায়ায় অভিভূত নহেন, কবে কিরূপে শিষ্য করিলেন তাহা বলিতেছি। লোকনাথের শিষ্য করিবার ইচ্ছা ছিল না, তবু তিনি একটি শিষ্য করিতে বাধ্য হয়েন। ইনি ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম। তিনি কিরূপে লোকনাথ গোস্বামীর নিয়ম ভঙ্গ করিলেন, তাহা আমার নরোত্তমচরিত গ্রন্থে বিবরিত আছে।

ইঁহারা দয়াময়, কোন ভক্তি প্রার্থী জীবে চরণে একান্ত শরণ লইলে, তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। কাজেই তাঁহাদের ক্রমে বহুতর শিষ্য হইল।

তখন সনাতন ও রূপ শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহাদের উপর প্রভুর আদেশ ছিল যে, করঙ্গকাস্থাধারী ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে যেন তাঁহারা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দেন। সেই আজ্ঞা শ্রীরূপ ও সনাতন দুই ভ্রাতা, ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব, বরাবর পালন করিয়া আসিতেছিলেন। গোপাল যখন প্রেমোন্মাদ অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন, অমনি সে কথা তাঁহাদের গোচর হইল। তাঁহারা গোপালকে আদর করিয়া লইলেন। গোপাল যাইয়া তাঁহার খুল্লতাত সরস্বতীর সহিত মিলিত হইলেন। তখন আর দুই জনে বিবাদ নাই।

জঙ্গলময় শ্রীবৃন্দাবনে বাঙ্গালি ভক্তগণের উপনিবেশ হইয়াছে। সেখানে ক্রমে নানাদেশ হইতে ভক্ত আসিয়া বাস করিতেছেন। কিন্তু সকলের কর্ত্তা সনাতন ও রূপ। সনাতন জ্যেষ্ঠ, রূপ কনিষ্ঠ। সনাতন গুরু, রূপ তাঁহার শিষ্য। ভক্তগণের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন কে—না, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু। সনাতন তাই তাঁহার ওখানে কোন প্রধান ঘটনা উপস্থিত হইলে প্রভুকে অবগত করেন। এইরূপে শ্রীক্ষেত্রযাত্রী দ্বারা প্রভুকে সংবাদ পাঠান, আর শ্রীবৃন্দাবনযাত্রীর দ্বারা প্রভুর উত্তর পাঠান। সনাতন গোপালকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইঁনি নিতান্ত প্রভুর কৃপার পাত্র, নতুবা এত শক্তি ও প্রেম পাইতেন না। ইহা ভাবিয়া গোপালের আগমন শ্রীক্ষেত্রে প্রভুকে অবগত করাইলেন।

এই পত্র পাইয়া প্রভু নিজ হস্তে পত্রের উত্তর দিলেন। তিনি লিখিলেন, "গোপাল আসিয়াছে ভাল। আমি সন্ন্যাসী, আমার তাহাকে

দিবার কিছু নাই। তবে আমার বসিবার আসন ও কটির ডোর কৌপীন তাহার নিমিত্ত পাঠাইলাম। ইহা আমার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাহাকে দিবা।”

গোপালকে এইরূপ অসীম কৃপা দেখিয়া রূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্ত-গণ বুঝিলেন যে, তিনি প্রভুর অতি স্নেহের পাত্র। প্রভুর গোপালকে এই কৃপা দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে অধীর হইয়া তখনি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ সেই আসন, কৌপীন ও ডোর মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গোপালের নিকট উপস্থিত হইলেন। গোপাল ইহার কিছুই সংবাদ রাখেন না। প্রভু যে তাঁহাকে মনে করিবেন এ আশাও তাঁহার ছিল না। এখন সেই নর্ত্তনকারী আনন্দপরিপ্লুত শ্রীবৃন্দাবনের শীর্ষস্থানীয় ভক্তগণের মুখে শুনিলেন যে, প্রভু তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন নাই, বরং তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছেন, এবং আরো কিছু করিয়াছেন। যাহা করিয়াছেন, ইহা তিনি কোন ভক্ত সম্বন্ধে কখন করেন নাই। তাঁহার নিজের ডোর, কৌপীন এবং আসন গোপালের ব্যবহারের নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। গোপাল সমুদায় শুনিলেন, শুনিয়া প্রথমে সমুদায় বিশ্বাস করিতে কি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন প্রভুর অসীম করুণা সম্যক্ প্রকারে অনুভব করিলেন, তখন আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন।

গোপাল চেতন পাইলে সেই ডোর, কৌপীন ও আসনকে মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিয়া উহা মস্তকে ধারণ করিলেন। গোপাল প্রভুর আসনে বসিতে চাহিলেন না। বলিলেন, প্রভুর আসন তাঁহার প্রণম্য, তাহাতে তিনি কিরূপে বসিবেন? শ্রীগোস্বামিগণ উত্তরে বলিলেন, প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। গোপাল তখন প্রভু-দত্ত কটির ডোর গলায় দিয়া সেই আসনে বসিয়া মস্তক অবনত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এই গোপাল ভজনে বসিলেন, ইহার অনতিবিলম্বে সংবাদ আসিল যে, প্রভু অপ্রকট হইয়াছেন!

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে সকলেই প্রভূত ভক্তি করিতেন। যাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহাকে ভক্তির ক্রটী কেন হইবে। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনবাসী প্রায় সকলেই তাঁহার পার্ষদ। সকলেই তাঁহার পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা মনোহর "প্রণয়াকুল" শ্রীবদন দর্শন করিয়াছেন। সকলেই তাঁহাতে এত আকৃষ্ট ছিলেন, যে পুত্রের প্রতিও এত আকৃষ্ট কেহই হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন, ইহাতে যে ভুবন অন্ধকার হইল তাহা নয়, শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণ শত পুত্রশোকাপেক্ষা নিদারুণ প্রভু-বিরহ জনিত বজ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিলেন!

তখন দেখা গেল যে, সেই সাধুগণ, -যাঁহারা এক এক জন ভুবন পবিত্র করিতে ক্ষমতা ধারণ করেন,—আমাদের ন্যায় জীব বই নয়। তাঁহারা "প্রাণ যায়" "প্রাণ যায়" বলিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কেহ ক্ষিপ্তবৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে হৃদয়ে দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীপ্রভু জনা জনার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি আছেন, আর যিনি তাহাকে দর্শন করিতে নিতান্ত ব্যাকুল হয়েন, তিনি তাঁহাকে ধ্যানে দর্শন করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিবেন বলিয়াছিলেন, তাই অপ্রকট ছলনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনবাসীরা বলেন যে প্রভু এখন নিভৃতে শ্রীবৃন্দাবনে আছেন।

শ্রীক্ষেত্রবাসীরা বলেন যে প্রভুর এক অংশ শ্রীজগন্নাথ দেবের শরীরে, আর এক অংশ সেখানকার গদাধরের গোপীনাথের শরীরে আছেন।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা বলেন যে, সন্ন্যাসীবেশে প্রভু এখনও বিচরণ করিতেছেন, তবে তাঁহাকে দর্শন পাওয়া অতি দুর্ঘট, বিস্তর সাধনা ব্যতীত হয় না।

কর্ত্তাভজাগণ বলেন যে, প্রভু অপ্রকট ছল করিয়া, পায়ে খড়ম ও গাত্রে ছেঁড়া কন্থা দিয়া, অতি গোপনে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করেন। কেন? তিনি দেখিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সকলে হরিনাম লইতে পারিল না, তাহাই "সংসার রাখিয়া ধর্ম্ম" শিখাইবার নিমিত্ত এই লীলা করিলেন।

শ্রীনবদ্বীপবাসীরা বলেন যে, তাহাদের নদীয়ায়—

অদ্যাপি সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

যাঁহারা অতিশয় জ্ঞানী, তাঁহারা বলেন যে, প্রভু সকলের হৃৎপদ্মাসনে বাস করেন।

প্রভু গোপালভট্টকে আসন দিয়া অপ্রকট হয়েন, ইহাতে তাঁহার পরিবারগণ অভিমান করেন যে, প্রভুর গদি গোপাল ভট্ট পাইয়াছেন। তিনি যে ঠাকুর স্থাপন করেন, তাঁহার নাম "রাধারমণ"। সেই রাধারমণের সেবাইতগণ সেই নিমিত্ত গৌড়বাসিগণের নিতান্ত পূজ্য। প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের বৃন্দাবনে যাহা কিছু মর্য্যাদা এখন আছে, তাহা শ্রীরাধারমণ মন্দিরে।

সেই রাধারমণ ঠাকুরের সেবাইত ভক্তবর শ্রীপণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী। রাধারমণ কিরূপে প্রকট হইলেন, তাহা হিন্দিভাষায় বর্ণনা করিয়া, সচিত্র অপরূপ একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহার পরে পরমভক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী বাঙ্গালায় তাঁহার কাহিনী লিখিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটে বৈষ্ণবধর্ম্ম পিতৃহীন হইলেন। তাঁহার পার্ষদ বক্রেশ্বর, তাহার পরে বক্রেশ্বরের শিষ্য গোপাল গুরু, শ্রীক্ষেত্রে

শ্রীগৌরাঙ্গের গদি পাইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভুর সঙ্গোপনে শ্রীক্ষেত্র এক বারে প্রায় ভক্তশূন্য হইল। শ্রীগৌরচন্দ্র অন্তে গমন করিলে, দেশ অন্ধকার হইল। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন, ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, তাঁহারা সেই গৌর শূন্য স্থানে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে পলাইলেন। কেহ তখনি প্রাণত্যাগ করিলেন। রহিলেন কে, না, যাঁহারা অতি বৃদ্ধ, চলৎশক্তি রহিত, কি যাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে কোন সেবা লইয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে রূপ সনাতন কর্ত্তা হইলেন। আবার গৌড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণ, স্থানে স্থানে ঠাকুর স্থাপন করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নদের খেলার সঙ্গিগণ, যিনি যেখানে বাস করিয়াছিলেন, সে সমুদায় স্থান অদ্যাপি তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। কোন স্থানে শ্যামসুন্দরের, কোথায় রাধাকৃষ্ণের, কোথায় গৌর-নিতাইয়ের, কোথায় গৌর-গদাধরের, কোথায় বা গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা গৃহী, তাঁহাদের বংশীয়েরা অদ্যাপি আচার্য্য বলিয়া পূজিত। এই প্রভুভক্তগণ ক্রমে একেবারে বাঙ্গলা দেশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

প্রভুর পার্ষদগণের স্থান চিরদিন বড় সমৃদ্ধিশালী ছিল।

কিন্তু এখন সে সমুদায় পবিত্র স্থানের সেরূপ তেজ নাই। প্রায়ই দেখিবেন, হয় মন্দির ভগ্নপ্রায়, না হয় বৃত্তি অপহৃত, না হয় সেবাইত কুকর্ম্মান্বিত।

যখন উপর হইতে শক্তি আইসে, তখন জগৎ তরঙ্গায়মান হয়। কিন্তু ক্রমে এই শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। তখন জীবের এই শক্তি পুনর্জ্জীবিত করিতে হয়। যদি শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ এই শক্তি ধরেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবেন।

যেমন কন্যার বিবাহ হইলে, সে তাহার স্বামীর গোত্র পায়, সেইরূপ

প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট প্রভুর ভক্ত হওয়ায়, তাঁহারা বাঙ্গালী হইয়া গেলেন। তাই তাঁহাদের বংশীয়েরা যে কেহ রহিলেন, তাঁহারা দেশত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কুলে একজন সাধু হইলে সে কুল উদ্ধার হইয়া যায়। তাঁহারা এখানে আসিয়া গোস্বামী বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন।

তাঁহাদের বংশীয়গণের মধ্যে আমি একজনকে দর্শন করিয়াছি। তিনি আর কেহ না, খ্যাতাপন্ন বৈকুণ্ঠগত সঙ্গীত-শাস্ত্র-পারদর্শী সেই শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। *

গোপালভট্ট পদ বাঁধিতেন, তাহাও বাঙ্গলায়, অর্থাৎ মৈথিলী বাঙ্গালায়। বিদ্যাপতি যেরূপ পদ বাঁধিতেন, তাহার দৃষ্টান্তে বাঙ্গালী ভক্তগণ অনেক সময় সেই ভাষা ব্যবহার করিতেন। গোপালভট্টের একটি পদের কিয়দংশ এখানে দিব। যথা—

দেখরে সখি কুঞ্জ নয়ন কুঞ্জ মে বিরাজ হেঁ।
বামেতে কিশোরী গৌরী
অলসে অঙ্গ অতি বিভোরি,
হেরি শ্যাম বয়নচন্দ্র, মন্দ মন্দ হাস হেঁ॥

* * * *

---

* গোস্বামী তাঁহার অদর্শনের কিছুদিন পূর্ব্বে, আমাকে একবার দর্শন দিতে আগমন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহারা কিরূপে গোস্বামী হইলেন? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তিনি গোপালভট্ট বংশীয়, বহুদিন হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা এখানে বাস করিতেছেন। এ কথায় আমি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি ভট্ট গোস্বামীকে জানেন? দেখিলাম, তিনি তাঁহার কোন সংবাদ রাখেন না, এমন কি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সম্বন্ধেও বিশেষ কোন জানা শুনা নাই। তখন আমি তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ও তাঁহাদের প্রতি প্রভুর কৃপার কথা সমুদায় বলিতে লাগিলাম। গোস্বামী শুনিতে শুনিতে দরদরিত ধারায় বক্ষঃস্থল ভাসাইলেন। সেই অবধি তিনি পরম গৌরভক্ত হইলেন।

শারি শুক পিক করত গান,
ভ্রমরা ভ্রমরী ধরত তান,
শুনি ধ্বনি উঠি বৈঠত চোর চপল গাত হেঁ।
শ্রীগোপালভট্ট আশ,
বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস,
শয়ন স্বপন নয়ন হেরি ভুলল মন আপ হেঁ॥

মহাজনগণ পদ বান্ধিতে এই মৈথিলি ভাষা অবলম্বন করায় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে।

গোপাল ভট্টের কাহিনী সম্বন্ধে আর অধিক বলিতে নাই। তিনি স্বপ্ন দেখিয়া উত্তর দেশে গমন করেন, করিয়া গণ্ডকীনদীর মধ্যে ডুব দিয়া শালগ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। এই শালগ্রামের নাম দামোদর রাখেন। আসিবার সময় গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়া আসেন। কোন ভক্ত ঐ শালগ্রামকে বহু মূল্যের অলঙ্কার দিয়াছিলেন, তাহাতে গোপালভট্ট মনে মনে ক্ষুন্ন হয়েন, যেহেতু শালগ্রাম শিলাকে ভূষণ পরাইবার সুবিধা নাই। সেই রজনীতে সেই শালগ্রাম শিলা হইতে এক অপরূপ ত্রিভঙ্গিম শ্যামসুন্দর উঠিলেন। প্রাতঃকালে এই কাণ্ড দেখিয়া গোপাল আনন্দে মূৰ্চ্ছিত হইলেন। অন্যান্য গোস্বামী ইহা দর্শন করিতে আসিলেন। আর এই উপলক্ষে মহা মহোৎসব হইল। এই শ্রীবিগ্রহের নাম হইল "রাধারমণ"।

গোপাল বৈষ্ণব স্মৃতি করিলেন, তাহার নাম রাখিলেন "হরিভক্তি-বিলাস"। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি ছয় গোস্বামীর একজন হইলেন, এই গ্রন্থ বৈষ্ণবগণের স্মৃতি। মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে শ্রীসনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব স্মৃতি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এখন তিনি এই কার্য্য গোপালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পূর্ব্বে আভাস দিয়াছি যে, এই সমুদায় সাধুগণ শিষ্য

করিতে বড় নারাজ ছিলেন। গোস্বামী সকলে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা তখন কবে দেহ রাখিবেন ইহা লইয়া এত ব্যস্ত যে শিষ্য করিবার ইচ্ছা কি অবকাশ তাঁহাদের ছিল না। গোপাল সকলের ছোট। গোস্বামিগণ গোপালকে শিষ্য করিবার ভার দিলেন, তাই পশ্চিমের যত লোক তাঁহার শিষ্য হইলেন।

এই গোপালের শিষ্যের মধ্যে তিন জন প্রধান। প্রথম গোপীনাথ। ইনি বহু জীব প্রভুর পথে লইয়া আইসেন। ইনি গোপালের অপ্রকটে তাঁহার গদী পান, আর অদ্যাপি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বংশীয়েরা সেই স্থানে অতি গৌরবের সহিত বিরাজ করিতেছেন। অন্য শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য। এই প্রকাণ্ড বস্তুটির পরিচয় আমার কৃত নরোত্তম চরিতে পাইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় অবতার বলিয়া ইনি পূজিত। গোপালের তৃতীয় শিষ্য শ্রীহরিবংশ।

এই হরিবংশ হইতে রাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ইনি একাদশী দিবসে তাম্বূল ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার গুরু শ্রীগোপল ভট্ট আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন স্বয়ং শ্রীমতী রাধা তাঁহাকে প্রসাদ দিয়াছেন। শ্রীরূপ তখন শ্রীবৃন্দাবনের কর্ত্তা। তিনি বলিলেন, শ্রীমতী দিলেও হরিবংশের নিয়ম ভঙ্গ করা ভাল হয় নাই। কারণ হরিবংশ প্রধান ভক্ত। তিনি নিয়ম ভঙ্গ করিলে অন্য লোকে নিয়ম মানিবে না।

হরিবংশ বলিলেন, তিনি শ্রীমতীর প্রসাদ উপেক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার এ কথা গ্রাহ্য হইল না, তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন। অপরাধ স্বীকার না করাতে গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। কিন্তু হরিবংশ ইহাতে ভীত হইলেন না, যেহেতু গোপাল ভট্টের গুরু শ্রীপ্রবোধানন্দ তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

প্রবোধানন্দ অনুরাগী ভক্ত, তিনি নিয়ম প্রভৃতির দাস হইতে চাহেন না। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে হৃৎপদ্মাসনে বসাইয়া অনুরাগ পুষ্পে পূজা করিতেন। অতএব তিনি বৈষ্ণব, স্মৃতির তত পক্ষ ছিলেন না। তাঁহারা এই স্বাধীন প্রকৃতির নিমিত্ত তিনি গোস্বামিগণের সঙ্গে না থাকিয়া, পৃথক্ থাকিয়া ভজন করিতেন। তিনি তাই অকুতোভয়ে শ্রীহরিবংশকে আশ্রয় দিলেন।

অনেকে বলিতে পারেন যে, এই বিবাদে গোস্বামিগণের অন্যায়, হরিবংশের ন্যায়। কিন্তু তাহা নয়, হরিবংশ স্বাধীন প্রকৃতির লোক। তিনি নূতন মত চালাইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। সে মতের সার এই যে, শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড়। শ্রীকৃষ্ণ কে, না, যিনি রাধার বল্লভ। রাধা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের মান। হরিবংশ গোস্বামীর "রাধা সুধা নিধি"। গ্রন্থে শ্রীমতীর যেরূপ গৌরব করা হইয়াছে, এরূপ আর কোথায়ও নাই। সে যাহা হউক, এই যে রাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, ইহারা এখন শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বীকার করেন না। তবে গোপালভট্টকে করেন।

প্রবোধানন্দ সম্বন্ধে ভক্তমালে এইরূপ লিখিত আছে,—

নন্দকূপ নাম তার অদ্যাপি বিরাজে।
সর্প হইতে কৃষ্ণ ছাড়াইলেন নন্দরাজে॥
প্রবোধানন্দ সরস্বতী গৌরচন্দ্র গুণ।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থের বর্ণন॥
আর শ্রীল বৃন্দাবন শতক যে নামে।
করিলেন যেহ যারে সাধু মনোরমে॥
সেই সরস্বতী গোস্বামীর যে সমাধ।
তথায় কালীয়দমন-লীলা করেন আস্বাদ॥

স্বয়ং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগোপালভট্টের

সূচক সংস্কৃত শ্লোকে লিখেন। পদকর্ত্তা যদুনন্দন তাহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

"নিরন্তর হরিভক্তি কথনে যাঁর শক্তি।
সদা সৎ অনুভব যিঁহো, বিষয়ে বিরক্তি॥
মহাপ্রভুর আগমনে, বিখ্যাত যাঁর পাট।
কে বুঝিতে পারে, সেই চৈতন্যের নাট॥
হেন সৌভাগ্য যাঁর, কহনে না যায়।
যাঁর গৃহে প্রভু, আনন্দে সদায়॥
সেই সে গোপালভট্ট, আমার হৃদয়ে।
সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর, এই বাঞ্ছা হয়ে॥ ১ ॥
বৃন্দাবনে খ্যাতি যিঁহো শ্রীগুণমঞ্জরী।
সেই সে গোপালভট্ট সমান মাধুরী॥
কলি-নরে কৃপা করি, হৈলা অবতীর্ণ।
মধুর রস আস্বাদিয়া, করিলা বিস্তীর্ণ॥
সেই সে গোপালভট্ট আমার হৃদয়ে।
সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর, এই বাঞ্ছা হয়ে॥ ২ ॥
অবিরত গলয়ে অশ্রু, যাঁহার নয়নে।
শ্রীঅঙ্গেতে স্বেদ ধারা, বহে অনুক্ষণে॥
প্রচুর পুলক কম্প, সদা অনিবার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর করে, তাতে নামের সঞ্চার॥
হরে কৃষ্ণ নাম মাত্র, জিহ্বায় উচ্চারিতে।
হহ হহ হহ শব্দ, করে অবিরতে॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তখন ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত দুই জন ছিলেন। এক জন বেদে,—তিনি প্রবোধানন্দ সরস্বতী। আর এক

জন ন্যায়,—তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌম। এই দুই জনে প্রথমে প্রভুর শত্রু ছিলেন, আর পরিশেষে দুই জনেই তাঁহার চরণ আশ্রয় করেন। সরস্বতী প্রভুকে কিরূপ দেখিতেন ও ভাবিতেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন সার্ব্বভৌম তাঁহার শ্লোকে কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন। তাহার এক শত অষ্ট শ্লোক হইতে গোটা কয়েক চরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

"উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহং", "সুচারু কপোলং", "জল্পিত নিজ গুণ নাম বিনোদং", "বিগলিত নয়নকমল জলধারং", চঞ্চল চারুচরণগতি-রুচিরং", "চন্দ্রং বিনিন্দিত শীতল বদনং", "কম্পিত বিম্বাধর বর রুচিরং", "যুগধর্ম্মযুতং পুন নন্দসুতং ধরণী সুচিত্রং ভব ভাবোচিতং"।

প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত বংশীবদন প্রভুর সন্ন্যাস উপলক্ষ করিয়া বলিতেছেন,—

আর না দেখিব, প্রসর কপালে,
অলকা তিলকা কাচ।
আর না দেখিব, সোনার কমলে,
নয়ন খঞ্জন নাচ॥

আর একজন মর্ম্মীভক্ত নয়নানন্দ বলিতেছেন,—

মুখ খানি পূর্ণিমার শশী, কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ব বিড়ম্বিত ঠোঁট সদা কেন কাঁপে॥

এখন প্রভুর বহিরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহাকে কিরূপ দেখিতেন, তাহা একটি প্রাচীন পদ হইতে দেখাইতেছি। যথা—

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
হরিনাম সংকীর্ত্তন যা হতে প্রচার॥

গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘরে ঘরে হরিনাম দিচ্ছেন সর্ব্বজনে॥ *
স্থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
অধম পতিত ধরি প্রেমে দেন কোল॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চৈতন্য করালেন জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া॥
ঝলমল মুখখানি পূর্ণ শশধর।
এমন কোথা দেখি নাই দয়ার সাগর॥
ঢল মল করে অঙ্গ ভাবেতে বিভোর।
ঠমকি ঠমকি যায় বলে হরিবোল॥
ডোর কৌপীন ক্ষীণ কটির উপরে।
ভুবন পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে॥

* *

আন প্রসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে। ইত্যাদি।

প্রভুকে স্বচক্ষে দেখিয়া মহাজনগণ যেরূপ তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অতি অল্প কিঞ্চিৎ উপরে দিলাম। এই সমস্ত একত্র করিয়া যে কেহ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারেন। *

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে কেহ শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করুন না করুন, তাঁহার চিত্রটি হৃদয়ে ধ্যান করিলে শরীর পবিত্র হইবে। মনে ভাবুন, প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ, মহাপুরুষের দেহের ন্যায় চাঁচর কেশ, প্রসর কপাল, চন্দ্রবিনিন্দিত শীতল সরস বদন, বিম্বের ন্যায় প্রেমে কম্পিত ঠোঁট, কমল নয়ন ঈষৎ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত ও নয়নজল মকরন্দে নয়নতারা ডুবু ডুবু।

* এ বর্ণনাটি ঠিক নয়। প্রভু স্বয়ং হরিনাম বিতরণ করিতেন না। প্রকৃত পক্ষে উহা তাঁহার ভক্তগণ করিতেন। প্রভু প্রচার করিয়া বেড়াইতেন না।

নয়নজলে প্রভুর বদন ভাসিয়া পৃথ্বীতলে পড়িয়া উহা পঙ্কিল করিতেছে; প্রভুর প্রসর হৃদয়, আজানুলম্বিত বাহু, সুঠাম গঠন, ক্ষীণ কটি উহা ডোর ও কৌপীন দ্বারা শোভিত। প্রভুর বর্ণ কাঁচাসোণার ন্যায়, বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি। সেই প্রভু "প্রণয়াকুল" মুখে জীব পানে চাহিতেছেন, কি কাহার দুঃখ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন, কি কৃষ্ণনাম শ্রবণে গড়াগড়ি দিতেছেন, কি আনন্দে বিহ্বল হইয়া অতি মনোহর নৃত্য করিতেছেন। এখন মনে অনুভব করুন, তিনি কিরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বস্তু ছিলেন।

পরিশেষে সরস্বতী ঠাকুরের একটি শ্লোক বলিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক সমাপন করিব।

শ্লোক।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বাচ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায়দূরা
দ্গৌরাঙ্গচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগং॥

"হে ভক্তবৃন্দ! আমি দন্তে তৃণ করিয়া চরণে পতিত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করি যে, তোমরা সর্ব্ব ধর্ম্ম দূরেতে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণ কমলে অনুরক্ত হও।"

সমাপ্ত।

মহাজনের অভিমত

"অমিয়-নিমাই-চরিত" ও মহাত্মা শিশিরকুমারের গ্রন্থ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে মাত্র কয়েকখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বর্ত্তমান সম্রাটের উক্তি :—

বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ, যখন প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ ছিলেন, ভারতে আগমন করিয়া, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী সার ওয়াল্টার লরেন্স লিখিত পত্রের দ্বারা, শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ ইচ্ছা করেন। লরেন্স সাহেবের সহিত শিশিরকুমারের বন্ধুত্ব ছিল। পত্রে তৎকালীন সম্রাটেরও ঐরূপ বাসনার নির্দ্দেশ ছিল। শিশিরকুমার অসুস্থ থাকায়, তাঁহার কনিষ্ঠ মতিবাবুকে সাক্ষাৎ করিতে লাট-ভবনে প্রেরণ করেন।

যুবরাজ এইরূপ বলিয়াছিলেন :—তোমার সাক্ষাতে সুখী হইলাম। তুমি আমার নিকট হইতে আশ্বাস চাহিতেছ। আমি ভারতবাসীকে কখনই ভুলিব না, বা ভুলিতে পারিব না। বিলাতে গিয়া আমার পিতামহাশয় সম্রাটকে যাহাতে ইংরাজমাত্রই ভারতবাসীর প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তাহা করিতে অনুরোধ করিব। ইত্যাদি

His Excellency Sir Hugh Lansdowne Stephenson, Governor of Behar and Orissa and the late officiating Governor of Bengal writes of Lord Gourango :—on 30th April 1924.

Dear Sir,

I promised to let you know what I thought of Lord Gourango, I have read the first volume, but there is so much reading in it that I have not had time to get on to the second. It is very difficult to give an opinion ; the subject is new to me. The writers keen devotion to the idea of salvation by love is patent in every line and his love of his self imposed task of presenting this Gospel beams in its pages. The wealth of detail is rather over helming and the impression that it leaves on my mind is rather that the stories appeal to the emotion rather than to spirituality ; but Moti Lal Ghose always held that the European mind was too material and that was its principal fault and the book was written of another caste of mind * * .

জগৎবিখ্যাত রিভিউ অফ্ রিভিউর সম্পাদক ডব্লু, টি, ষ্টেড সাহেব, শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। শিশিরকুমারের পুস্তক পাঠে আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতায় শিশিরকুমারকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে আবদ্ধ করিয়া লিখিয়াছিলেন, তোমাকে ভুলিলেও তোমার লেখা ভুলিতে পারিব না।

ভারতপূজ্য **বালগঙ্গাধর তিলক** ২৯শে ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে কলিকাতায় এক সভায় বলিয়াছিলেন :—শিশিরকুমারের চরণ প্রান্তে বসিয়া আমি অনেক জ্ঞান পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতাম এবং তিনিও সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন···ইত্যাদি।

* * * *

পলাশীর যুদ্ধ প্রণেতা **নবীনচন্দ্র সেন** লিখিয়াছেন—পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল···।

রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন :—শিশির, আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে তুমি ভবিষ্যতে একজন মহৎ লোক হইবে···।

১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

পুরী হইতে নিম্ন পত্রখানা ৺মতীলাল ঘোষ মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন।

প্রেমাশ্রয় কয়েকদিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি। দেহ ও মন এতই অকাৰ্য্যকর হইয়া পড়িয়াছে যে আপনার পত্রের উত্তর দিতে আলস্য উপস্থিত হয়। আলস্য ভিন্ন আর কি লিখিব, কারণ বিছানায় শুইয়া মুখে বলিয়া অন্য লোকের দ্বারা পত্র লেখান কাৰ্য্য যে শরীর একেবারেই অসমর্থ এমন কথাও তো নহে, কাজেই আলস্যই কারণ বলিতে হয়। আলস্য এবং নিরুৎসাহ দেহ মনকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। অনেকদিন হইল আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়া (শ্রীবৃন্দাবনের) শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় শিশির বাবুর গীতার অনুবাদ করিতে কি পরিমাণ পারিশ্রমিক অবধারণ হওয়া প্রত্যাশা করেন ইহা জানিতে চাহিয়াছিলাম। ঐ পত্রের কোন উত্তর না পাইয়া আলস্য করিয়াই আর ঐ বিষয়

পুনর্ব্বার পত্র লিখি নাই এবং ঐ কার্য্যের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম। আপনার এই পত্রখানি পড়িয়া আবার উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। হিন্দি অনুবাদে কত খরচ পড়িবে এবং ইংরাজি অনুবাদে কত খরচ পড়িবে কৃপা করিয়া আমাকে সত্বর জানাইবেন। আমার জীবনে এই দুই কর্ম্ম সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা অল্প, এজন্য পূর্ব্বমত আর উৎসাহ নাই। ওখানি এখন কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই দুইখানি অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা। এই পত্রের উত্তর পাইলে তাহা শ্রীমান শিবের নিকট পাঠাইয়া আবশ্যকীয় খরচের টাকা দিতে লিখিব যে আমার অভাবে ও ঐ দুই পুস্তক প্রকাশ কার্য্য বন্ধ না থাকে। আমি ইদানিং প্রায় প্রতি রাত্রেই স্বপ্নে মৃত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত বহুল পরিমাণে সাক্ষাৎলাভ করিতেছি, ইহাতে আশা হয় পর পারে যাইয়া পৌছিবার সময় আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। পারের গাছ পালা তখনই চক্ষুগোচর হইতে থাকে যখন নৌকা পরপারের নিকটবর্ত্তী হয়। ইতি

নিবেদক—

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত বাবু **সারদাচরণ মিত্র** হাইকোর্টের বিচারপতি বলিয়াছেন :—আমি বঙ্গের লাট সাহেব সার রিচার্ড টেম্পেলকে, শিশিরকুমারের সামান্য গৃহে প্রথম কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন সম্পর্কে পরামর্শ লইবার জন্য যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি, এবং তাঁহার গৃহেই মিউনিসিপ্যাল স্বত্ব কলিকাতাবাসীকে প্রথমে দিবার ধার্য্য হইয়াছিল। টাউনহলের শোক-সভায় বলিয়াছিলেন, শিশিরকুমারের **অমিয় নিমাইচরিত** ও **কালাচাঁদ-গীতা** আমার চির প্রিয় পাঠ্য পুস্তক। ইহা এত সুন্দর এবং ভগবৎ প্রেরণায় রচিত,

যে এই দুই পুস্তক তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্য-রাজ্যে চিরদিন শ্রেষ্ঠ পদ দিবে···।

হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,** শিশিরকুমারের পুস্তক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—তাঁহার লেখাগুলি সাহিত্য মন্দিরে স্বর্গীয়প্রতিভা বিতরণ করিতেছে। তাঁহার লিখিত অমৃত-বাজার পত্রিকার অপ্রিয় সত্য কথা পাঠে যে সকল ইংরাজ চঞ্চল হইতেন. তিনি বন্ধুভাবে তাঁহাদিগকে শিশিরকুমারের লর্ড গৌরাঙ্গ পাঠ করিতে বলিতেন, এবং তাঁহারা যে বাঙ্গালা ভাষা জানেন না নচেৎ তাঁহাদিগকে সুধামাখা নিমাইচরিত ও কালাচাঁদ গীতা পড়িতে উপরোধ করিতাম বলিয়াছিলেন। আমি একদা মধুপুরে অবস্থানকালে সার রমেশচন্দ্র মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির অনুরোধে, অসুস্থ অবস্থায় শিশিরকুমারের পুস্তক পাঠে এত তন্ময় হইয়াছিলাম, যে রাত্র শেষ কখন হইয়া গেল জানিতে পারি নাই। আশ্চর্য্যের কথা যে, পাঠ আরম্ভ মাত্র শরীরের গ্লানি দূর হইয়া গিয়াছিল।

দ্বারভঙ্গের মহারাজা বলিয়াছিলেন, ভারতের রাজ-নীতিক্ষেত্রে তাঁহার মহতী যশ অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে নেতৃত্ব শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করি। তাঁহার শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেম ও ভগবৎ ভক্তির আদর্শ পুস্তকে (অমিয়-নিমাই-চরিত) জাতি, ধর্ম্ম, দেশ, বর্ণ, অবিচারে সকলকেই মুগ্ধ করিবে। তাঁহার লর্ড গৌরাঙ্গ (স্যাল-ভেসান ফর অল্) সকল মনুষ্যকেই তরাইবে। সুদূর আমেরিকায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার, এমন কি বৈষ্ণব মঠ স্থাপন এই পুস্তকই সাধন করিয়াছে···।

থিয়সফিকেল সোসাইটির লব্ধপ্রতিষ্ঠ **কর্ণেল অলকট** তাঁহাদের "থিয়সফিষ্ট" সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন :—লর্ড গৌরাঙ্গ পুস্তকের বিশেষত্ব, তাঁহার সুমহান্ ভক্তি এবং প্রেম বিশ্লেষণে মনুষ্য-

জীবনকে পবিত্র করিয়া মহৎ করিবে। লেখার বিশেষত্ব এই যে অন্য ধর্ম্মমতাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া ইহার আদর্শে উপকৃত হইবে...।

(যখন কর্ণেল অলকট মেডাম ব্লাভটসকির সহিত বোম্বাইয়ে প্রথম আসিয়াছিলেন, থিয়সফি জানিবার জন্য শিশিরকুমারই তাঁহাদের সভার সর্ব্বপ্রথম সদস্য হইয়াছিলেন।)

মহারাজ **জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর** শিশিরকুমারের প্রেততত্ত্ব প্রচার কালে। হিন্দু স্পিরিচুয়াল মেগাজিন। লিখিয়াছিলেন ঃ—আপনি অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, কিন্তু আপনার লিখিত ধর্ম্ম পুস্তকগুলি তদপেক্ষা ভগবৎ-ভক্তি বিতরণে সুমহান্ জ্ঞান করি।

(এই সময়ে ১৯০৭ খৃঃ আমেরিকার ডাক্তার পিবলস শিশিরকুমারের পত্রে নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় আইসেন এবং তাঁহার লিখিত পুস্তক পাঠে বন্ধু মধ্যে পরিগণিত হয়েন। ডাক্তার পিবলস শিশিরকুমারকে প্রিয় ভ্রাতা বলিয়া সর্ব্বদা পত্রে সম্ভাষণ করিতেন।)

সানফ্রানসিস্কো—কালিফোরনিয়া নিবাসিনী **মেরি লোইসা লিষ্ট** লর্ড গৌরাঙ্গ পাঠে এত তন্ময় হইয়াছিলেন, যে শিশিরকুমারের অপরিচিত থাকা সত্ত্বেও পত্রে লিখিয়াছিলেন, যে এই পুস্তকের শান্তি, ভক্তি ও ভগবৎপ্রেম পাঠে তিনি ভগবান গৌরাঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার আত্মায় শান্তি সুখ পাইয়াছেন। আমেরিকার বহু পুরুষ ও মহিলা এই পুস্তক পাঠে চিকাগোতে একটি বৈষ্ণব মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ নাম ত্যাগ করিয়া দাস্যানন্দ, নিত্যানন্দ, রাধা, অভয়ানন্দ ইত্যাদি বহু বৈষ্ণব নাম গ্রহণে চরিতার্থ হইয়াছেন।

ডবলিউ এস, কেন সাহেব পার্লামেণ্টের মেম্বার **ইণ্ডিয়ান স্কেচ** পুস্তকের মুখপত্রে লিখিয়াছিলেন "আমার স্বদেশবাসী প্রত্যেক ইংরাজকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনীতি প্রচারক কিরূপে দেশবাসীকে শিক্ষা দিয়া বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান **নেসনাল কংগ্রেস** প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা শিশিরকুমারের কর্ম্মময়, একাগ্রচিত্ত, পরার্থপর জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার লিখিত লর্ড গৌরাঙ্গ (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ) পাঠে, নিশ্চয় প্রত্যেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে প্রাচ্য হইতে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে তাহা অকাট্য রূপে উপলব্ধি করাইবে। আমি প্রত্যেক জ্ঞানপিপাসু সাধু ধর্ম্মান্বেষী ভারতবাসীকে, প্রত্যেক খৃষ্টান মিসনারীকে, এমন কি, প্রত্যেক ইউরোপিয়ানকে এই সুন্দর সহজ পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সার রাসবিহারী ঘোষ ইণ্ডিয়ান স্কেচের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন :—এই পুস্তকের ছোট ছোট সারগর্ভ গল্পগুলি, যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি অসামান্য রাজনৈতিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ। ইহার বহু প্রচারে দেশের অত্যন্ত মঙ্গল হইবে। শিশিরকুমারের ধর্ম্ম পুস্তকগুলি ভারতবর্ষ হইতে সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে। শিশিরকুমারের বিষয়ে যথা যাইতে পারে, তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নাই, তিনি নিজের স্বার্থ দেশমাতার চরণে বলিদান করিয়াছিলেন! সম্মান কিম্বা যশের প্রত্যাশা জীবনে কখন করেন নাই। তাঁহাকে যিনি একবার মাত্র জানিয়াছেন, তিনি শিশিরকুমারের আজীবন বন্ধু হইয়াছেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী—৪৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, অনেকগুলি হাফটোন ব্লক দিয়া শোভিত, ভাল এণ্টিক কাগজে ছাপা ও সুন্দর বাঁধাই। এই পুস্তকের মুখপত্রে শ্রীযুক্ত বাবু **মতি-**

লাল ঘোষ লিখিয়াছেন :—আমি সেজদাদার জীবনী লিখিতে সংকল্প করিয়াছিলাম। রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাটে ও রুগ্ন দেহ লইয়া এই বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করা আমার শক্তিতে কুলাইল না। আমার স্নেহাস্পদ পুত্রসদৃশ শ্রীমান্ অনাথনাথ বসু এই কার্য্য প্রচুর পরিমাণে সমাধা করিয়া আমাকে অশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছে। এই পুস্তক পাঠে জনসাধারণের অশেষ উপকার নিশ্চয় হইবে। ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৭।

শ্রীনরোত্তম চরিত, প্রবোধানন্দ ও গোপাল-ভট্ট পুস্তকে মহাপুরুষদিগের সাধুজীবনী, সকলকে সাধু শান্তিময় ও সহজ পন্থা দর্শন করাইয়াছেন। শিশিরকুমারের এই সাধু চরিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়া, পতিত জীবের উদ্ধার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার হৃদয়স্পর্শী ভাষায় সকলেই মুগ্ধ হইবেন।

কালাচাঁদ গীতা :—শিশিরকুমারের জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু যথার্থই লিখিয়াছেন :—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি মহাজন যে রসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভক্ত কবি শিশিরকুমার এই গ্রন্থে সেই রসকে মূর্ত্তি দিয়াছেন।

শ্রীনিমাই সন্ন্যাস :—এই নাটকখানি কাটোয়ায় মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ অবলম্বনে লিখিত। সেই সময়ে যে করুণ রস উঠিয়াছিল, তাহা এখনও শুষ্ক, সংসার-পীড়িত হৃদয়কে দ্রবীভূত করিবে।

নয়শো রূপেয়া :—সামাজিক নাটক। কন্যাবিক্রয়প্রথা কত কুৎসিত এবং সমাজের কত অবনতি আনিয়াছে, তাহা সুন্দর দেখান হইয়াছে। সরল ও সহজ ভাষায় চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিত।—ষ্টার থিয়েটারের হাস্যরসপূর্ণ অভিনেতা, **শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল বসু** মহাশয় সাহিত্য-সভায় শিশিরকুমার ঘোষের শোক-সভায় বলিয়াছিলেন :—আমার বিবাহ বিভ্রাট ও রাজাবাহাদুরে যে যৎ-সামান্য হাস্যরস দেখিয়া থাকেন, তাহা শিশিরকুমারের পরিদর্শন ও পরি-

বর্ত্তন ফলে। আমার সমস্ত পুস্তকই তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। তাঁহার নয়শো রূপেয়া প্রহসন কি সুন্দর মৌলিক হাস্যোদ্দীপক প্রহসন, একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বাজারের লড়াই :—এখানি রাজনৈতিক প্রহসন। কলিকাতা মিউনিসিপালবাজার প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইয়াছিল তাহাই দেখান হইয়াছে।

সর্পাঘাতের চিকিৎসা :—টাউনহলে শিশিরকুমারের শোকসভায় লাহোরের **কে, পি, চাটার্জ্জি** মহাশয় বলিয়াছেন, শিশিরকুমার কত অর্থ ও কত পরিশ্রমে এই জনহিতকর বিষয় নিজে শিক্ষা করিয়া প্রচার করিয়াছেন। শিশিরকুমার নিজে সুগায়ক ছিলেন, এবং সঙ্গীত প্রচারকল্পে তানসেন, নেওয়ালকিশোর, রামদাস বাবাজী প্রভৃতি কৃত অদ্বিতীয় ভক্তিপ্রেম-রসাত্মক গান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। একশত পঞ্চাশ বিভিন্ন সুরের গান **ধ্রুপদভজনাবলীতে** সন্নিবিষ্ট আছে। শিশিরকুমারের পুত্র স্বর্গগত পয়সকান্তি ও শ্রীমান তুষারকান্তি এই গানগুলির অধিকাংশের সহজ স্বরলিপি করিয়াছেন। এই স্বরলিপি ছাপা হইয়াছে।

একখানি পত্র—

প্রাণাধিক শিশির,

যদিও আমার জীবন শুষ্ক কাষ্ঠবৎ হইয়া আছে, তথাচ তোমার পত্রখানি পাইয়া, তাহাতেও আবার রসের সঞ্চার হইল। বাপ, আমি গোলকেই বাস করিতেছিলাম। জানিনা, কি অপরাধে আমি এখন গোলকভ্রষ্ট হইয়াছি। আমার দেহের কষ্টে দুঃখ নাই, কিন্তু গৌরাঙ্গবিরহে আমার দেহ মনঃজ্বর জ্বর হইতেছে। আমি গোলকের পথ জানিতাম না। তুমিই আমার পথ-প্রদর্শক। আমি তোমাহেন সন্তান গর্ভে

ধারণ করিয়া ধন্য। আমার জগতে আর কোন সাধ নাই কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ। বাপ, এখন আমাকে শীঘ্র গোলকে পাঠাইয়া আমায় সেই চরণসেবায় নিযুক্ত কর। বাপ, আমার জন্য তুমি চিন্তা করিও না। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া জগতের মঙ্গল কর, আমি অন্তরের সহিত তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি। সন্তানের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি আমাকে ঢের করিয়াছ। বাপ, জীবের পরম সম্পদ গৌরাঙ্গ নাম, তাহা আমি তোমার নিকটেই প্রাপ্ত হইয়াছি। ভক্তের বাঞ্ছা ভগবান পূর্ণ করিয়া থাকেন, অবশ্যই তোমার বাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবেন। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার মা

বহুদিন রোগাক্রান্ত হইয়া শিশিরকুমার রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লয়েন, ইহা অবগত হইয়া দেশের সংবাদ পত্র সমূহ শোক প্রকাশ করেন।

ষ্টেট্‌সম্যান কাগজের প্রতিষ্ঠাতা সুযোগ্য লেখক রবার্ট নাইট লিখিয়াছিলেন :—ভারতে শিশিরকুমারের ন্যায় দুইটি সুযোগ্য লেখক আমি দেখি নাই। আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মান্য করি। পাইওনিয়ার সম্পাদককে (এলাহাবাদ) অকপটে তাহার যথার্থ অভিমত প্রকাশ করিতে হইলে এইরূপই বলিতে হইবে :—শিশিরকুমারের লেখাগুলি ভদ্রলোকের নিমিত্ত ভদ্রলোকের লেখা। যে ইংরাজ তাঁহার পুস্তক পাঠে ভারতবর্ষকে চির অধীন করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা সাধু ও সৎ নহেন…।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ৩০শে আগষ্ট ১৮৮৭ :—শিশিরকুমার সম্বন্ধে আমরা **সোম প্রকা-**

শেষের সুচিন্তিত ও সত্য প্রশংসা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। নিশ্চয়ই ভারতবাসী শিশিরকুমারের লেখার নিমিত্ত চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনিই যথার্থ দেশভক্ত। তাঁহার আত্মম্ভরিতা গোটেই ছিল না। আত্ম-প্রশংসাপ্রত্যাশী হইতে কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার ন্যায় খাঁটী দেশসেবক আর দেখি নাই…।

এ, জে, এফ, ব্লেয়ার, ইংলিসম্যানের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ঃ—ধর্ম্মতত্ত্ব ও রাজনৈতিক গবেষণায় তাঁহার লেখাগুলি আধুনিক কালের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার লিখিত লর্ড গৌরাঙ্গ পুস্তক আমায় হিন্দুদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎকর্ষ অনুভূতি করিয়াছে, ইহাই আমি আমার দেশবাসীকে জানাইতেছি। এই পুস্তকের লেখককে আমি আমার পারলৌকিকজ্ঞানের গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছি…।

ঢাকা গেজেট ঃ—ইংলিসম্যান সংবাদপত্রের সম্পাদক মনে করেন যে, শিশিরবাবুকে ২।৩ হাজার টাকা দিয়া কিম্বা কিছুদিনের তরে শ্রীঘরে পাঠাইলে, দেশের হৈ চৈ কমিয়া যাইবে। আমরা তাঁহাদের ঐরূপ পরীক্ষা করিতে আহ্বান করিতেছি। উহারা জানে না শিশির-কুমার কাহাদের বলে এত বলীয়ান। এইরূপ করিলে পেশোয়ার হইতে ব্রহ্ম, এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন অসন্তোষের ঝড় উঠিবে, যে বুড়া রাণীমার সিংহাসন অবধি কাঁপিয়া উঠিয়া ভারতে যে অত্যাচার হইতেছে তাহা রাণীমারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে…।

এম্পায়ার স্পেসাল দৈনিক পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন (১২-১-১৯১১) শিশিরকুমারের অশেষ গুণরাশির মধ্যে সংবাদপত্রে রাজনৈতিক গবেষণা অতীব তুচ্ছ। পারলৌকিক জ্ঞানের সুচিন্তিত লেখাই তাঁহার স্বরূপ প্রকট করিয়াছে। তাঁহার লিখিত লর্ড গৌরাঙ্গ,

ভারতের একখানি অত্যাশ্চর্য্য পুস্তক। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের এমন সুচিন্তিত সুন্দর জীবনী আর নাই…।

হোপ সংবাদপত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—শিশিরকুমারের ন্যায়—দেশের মঙ্গল কামনায় সঙ্ঘবদ্ধ, সুচিন্তিত লেখায় জ্ঞান প্রচার, এবং একবার মুখে যাহা বলিয়াছেন নিজ কর্ম্মের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে আর দুই জন লোক সমগ্র ভারতবর্ষে আমরা দেখি নাই…।

দি ট্রিবিউন (লাহোর) :—ভারতবর্ষ শিশিরকুমারকে হারাইতে চাহে না। তাঁহার অবর্ত্তমান সমগ্র জাতির মহাবিপদ।

দি হিন্দু (মাদ্রাজ) :—তিনি অদ্বিতীয় দেশভক্ত। তাঁহার ন্যায় নম্র, নিঃস্বার্থ এবং অকপট লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতের আশা ভরসার যুবকবৃন্দকে শিশিরকুমারের আদর্শ-জীবন অনুসরণ করিতে বলি।

ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান (এলাহাবাদ) :—শিশিরকুমারের ন্যায় একজন দয়ালু, মহৎ এবং দেশহিতকর অপ্রিয় সত্যের এমন নির্ভিক প্রচারক দেখি নাই। এই সন্ধিক্ষণে তাঁহাকে হারাইলে যথার্থ সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

মহারাষ্ট্রা (পুনা) :—শিশিরবাবু একজন আড়ম্বরশূন্য আত্মত্যাগী দেশহিতৈষী কর্ম্মী। আমরা আশা করি, দেশের যুবক সম্প্রদায় তাঁহার লিখিত সুচিন্তিত পুস্তক হইতে চরিত্র গঠন করিবেন…।

পরম পূজ্যপাদ গোলকগত পণ্ডিত শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদ এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন :—

"অদ্য শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত পাইলাম। কাগজের মোড়ক খুলিবামাত্র জগাই মাধাই উদ্ধার লীলা বাহির হইলেন। আমি তাহা পাঠ করিতে লাগিলাম। পাঠ করিতে করিতে কাঁদিয়া অধীর হইয়া গেলাম। করুণাময় নিতাই চাঁদের করুণ মূর্ত্তি চক্ষের উপর স্ফুরিত হইতে লাগিলেন। মধ্যের

তিন চারি পাতা পড়িয়া এই অবস্থা, সকল পড়িলে অর্থাৎ ভাল করিয়া আস্বাদন করিলে না জানি কি হয়।”

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীল অক্ষয়চন্দ্র সরকার শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত পাঠে কিরূপ ভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা নীচের কবিতা দ্বারা তিনি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন :—

নব-জল-ধর, শ্যাম-সুন্দর, গগনে উদয় ভেল।
জলদে জড়িত, থির তড়িত, নয়ন ভরিয়া গেল॥
মেঘ ঝলকে, চপলা চমকে, অমিয়া বরিখে তায়।
সেই অমিয়ে, সিনান্ করিয়ে, পরাণ জুড়ায়ে যায়॥

শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত পাঠ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যে দশা হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া নিম্নোক্ত পত্র-খানি তিনি গোলকগত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীতারা ব্রহ্মময়ী মা।

অপূর্ব্বমর্ত্ত্যাকৃতিরাবিরাসীৎ
যঃ পাপিনামুদ্ধরণায় লোকে।
অপারকারুণ্যনিধিং সুরম্যং
নমামি গৌরং স্বয়মীশ্বরং তং॥
পাপী তাপী জীবগণে করিতে উদ্ধার,
অপূর্ব্ব মনুষ্যরূপে যাঁর অবতার;
নমি সেই গৌরচন্দ্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
অপার কৃপার সিন্ধু প্রত্যক্ষ ঈশ্বর॥

সত্যঘটনা মূলক ‘অমিয়-নিমাই’ পড়িয়াও গৌরাঙ্গঠাকুরকে যাঁহার ভগবান্ বলিতে ইচ্ছা না হয়, তাঁহার কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি যে ‘পূর্ণব্রহ্ম’ এ কথা স্বীকার করিতে আমি আর অণুমাত্র সঙ্কুচিত

নহি। যাঁহাব 'অমিয়-নিমাই' পড়িয়া আমি এ জ্ঞান লাভ কবিয়াছি, সেই প্রাতঃস্মবণীয় গ্রন্থকারের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ বহিলাম।

ভাই নবীন! তুমি আমায় 'অমিয়-নিমাই' পডিতে দিযাছিলে, এজন্য তোমাবও কাছে আমি চির-ঋণী বহিলাম। ৪র্থ খণ্ড পডিয়াছি। উহাব অন্যান্য খণ্ড প্রকাশ হইলেও যেন জানিতে পাবি। আমি উন্মুখ হইয়া বহিলাম। ইতি।

তোমার বাল্যবন্ধু—শ্রীতারাকুমাব।

ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাব [illegible] মুখোপাধ্যায় এই পত্রখানি লিখিয়াছেন :—

"শ্রীল শিশির বাবুর কৃত "অমিয়-নিমাই-চরিত" প্রথম দুই খণ্ড পড়িয়াছি। আমার বিশ্বাস আমি বাজালা ভাষায় এরূপ উৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ আর কখন পাঠ করি নাই। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যেরূপ সুখী হইয়াছিলাম, অমিয়-নিমাই-চবিত পাঠে তদপেক্ষা অধিক সুখী এবং উপকৃত হইয়াছি। বঙ্কিম বাবুব কৃষ্ণচরিত্র, অশ্বিনী বাবুর ভক্তিযোগ, কৃষ্ণপ্রসন্নেব প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াও এরূপ আনন্দিত বা উপকৃত হই নাই।